ইউনিট 1

ব্যাংকিং প্রতিষ্ঠানের ক্রমবিকাশ

ভূমিকা

অর্থের লেনদেন শুরু হওয়ার সাথে সাথে ব্যবসা বাণিজ্যের প্রয়োজনেই ব্যাংক ব্যবস্থার জন্ম হয়। যখন একপক্ষের বাড়তি অর্থ সংরক্ষণের প্রয়োজন দেখা দেয় এবং অন্য পক্ষের আর্থিক ঘাটতির কারণে ধার বা ঋণের প্রয়োজন দেখা দেয়, তখন এই বিপরীতমুখী দুই চাহিদার সমন্বয়ে ব্যাংক ব্যবস্থা গড়ে উঠে। মধ্যযুগে ইহুদী ব্যবসায়ীরা এক পক্ষের কাছ থেকে কম সুদের বিনিময়ে অর্থ আমানত হিসাবে গ্রহণ করত এবং অন্য পক্ষের কাছে এই অর্থ অপেক্ষাকৃত বেশি সুদে ধার হিসাবে দিত। এভাবে ধারের ব্যবসার মধ্য দিয়েই ব্যাংক ব্যবসার জন্ম হয়। কিন্তু সময়ের সাথে সাথে ব্যাংক ব্যবস্থা শুধু ঋণ নেওয়া ও দেওয়ার কাজের মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকেনি, বরং এর কাজ অনেক বিস্তৃত হয়েছে। যেমন, ব্যাংক ড্রাফ্ট্, চেক, পে-অর্ডার ইত্যাদির মাধ্যমে নতুন নতুন বিনিময়ের মাধ্যম সৃষ্টি করা, মক্কেলদের ব্যবসা বাণিজ্যের লেনদেন নিষ্পত্তি করার জন্য এক জায়গা থেকে অন্য জায়গায় অর্থ স্থানান্তর করা, দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে বিনিয়োগের জন্য মুলধন গঠন করা ও লাভজনক খাতে বিনিয়োগ করা, আন্তর্জাতিক বাণিজ্যে সহযোগিতার জন্য বৈদেশিক মুদ্রার লেনদেন করা ইত্যাদি। বর্তমান যুগে কোন দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নের মূল ভিত্তিই হলো শিল্প ও বাণিজ্য। আর এই শিল্প ও বাণিজ্যের উন্নয়নে ব্যাংকের ভূমিকা অপরিসীম। তাই বলা যায়, একটি সুষম ব্যাংকিং ব্যবস্থা ছাড়া কোন দেশেরই অর্থনৈতিক উন্নয়ন হতে পারে না। এই ইউনিটি থেকে আপনি ব্যাংকের সংজ্ঞা, বৈশিষ্ট্য, কার্যাবলী ও গুরুত্ব, ব্যাংক ব্যবস্থার ক্রমবিকাশ, ব্যাংকের শ্রেণীবিভাগ, সম্পর্কে জানতে পারবেন। এবার তাহলে আসুন ইউনিটি শেষ করি এবং বিষয়গুলো জেনেনিই।

পাঠ- ১ ব্যাংকের সংজ্ঞা, বৈশিষ্ট্য, কার্যাবলী ও গুরুত্ব

উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষে আপনি–

- ব্যাংক শব্দের উৎপত্তি কিভাবে হলো তা বর্ণনা করতে পারবেন
- ব্যাংকের সংজ্ঞা এবং ব্যাংকিং সম্পর্কে বলতে পারবেন
- ব্যাংকের প্রধান বৈশিষ্ট্যগুলো কি কি তা চিহ্নিত করতে পারবেন
- ব্যাংকের প্রধান কাজগুলো বলতে পারবেন
- একটি দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে ব্যাংকের ভূমিকা ব্যাখ্যা করতে পারবেন

ব্যাংক শব্দের উৎপত্তি

বাংলা ব্যাংক শব্দটি মূলত ইংরেজি Bank শব্দ থেকে এসেছে যার আবিধানিক অর্থ নদী বা জলাশয়ের তীর, লম্বা টুল বা বেঞ্চ কোন কিছুর স্তুপ বা ধনভান্ডার ইত্যাদি। তবে এক্ষেত্রে ব্যাংক অর্থ হলো এমন একটি আর্থিক প্রতিষ্ঠান যা জনগণ বা প্রতিষ্ঠানের কাছ থেকে আমানত হিসাবে টাকা জমা রাখে, ঋণ দেয় এবং অর্থ সংক্রান্ত ব্যবসা করে।

ইংরেজি Bank শব্দের উৎপত্তি কিভাবে হয়েছে তা নিয়ে নির্দিষ্ট করে কিছু বলা যায় না। কারো মতে এটি ইটালিয়ান শব্দ, কেউ মনে করেন জার্মান, কেউ অষ্ট্রিয়, কেউবা ফরাসি শব্দ বলে মনে করেন। মধ্যেযুগে ইটালির ইহুদী ব্যবসায়ীরা লম্বা টুল বা বেঞ্চে বসে টাকার ব্যবসা করত। এসব টুলকে অঞ্চলভেদে Banco, Bancus, Banc, Banca, Bangk ইত্যাদি নামে ডাকা হতো। সেই ধারণা অনুযায়ী কেউ কেউ ব্যাংক শব্দকে ইটালিয়ান মনে করে।

Bankrupt শব্দটি Bank শব্দ থেকে এসেছে। ইংল্যান্ডে স্মর্ণকারগণ মানুষের কাছ থেকে আমানত গ্রহণ করতে পারে তারা দেখতে পেল এ আমানতকারীরা এক সঙ্গে তাদের আমনতের অর্থ ফেরত চায় না। একটি বড় অংকের টাকা তাদের হাতে দীর্ঘ সময়ের জন্য জমা থাকে। এ অবস্থা দেখে তারা অন্যদেরকে সুদের বিনিময়ে ঋণ দিতে শুরু করল। এ কাজটি তারা অতিগোপনে

সম্পন্ন করছিল। একদিন গোপনীয়তা ভঙ্গ হল। আর তখনই আমানতকারীগণ একযোগে এসে টাকা দাবী করে। তখন বাঁচার জন্য স্মর্ণকারগণ পেছনের দরজা দিয়ে পালিয়ে যায়। টাকা ফেরত না পাওয়ার কষ্ট সহ্য করতে না পেরে তারা সোনার দোকানের সামনে রক্ষিত বেঞ্চটি ক্রোধে ভেঙ্গে দেয়। আর এভাবেই Bank এবং Bankrupt বা দেউলিয়া শব্দের উৎপত্তি হয়।

জার্মান ও অষ্ট্রিয়াতে সরকারী ঋণ বা কাগজি মুদ্রা ইস্যু করাকে Banke বলা হতো। এছাড়াও জার্মান Back শব্দের অর্থ ছিলো যৌথ মুলধনী তহবিল। তাই কেউ কেউ মনে করেন যে, জার্মান ও অষ্ট্রিয় Banke শব্দ থেকে Bank শব্দের উৎপত্তি ঘটেছে।

সবশেষে বলা যায়, কিছু মতপার্থক্য থাকলেও ইংরেজী Bank শব্দটি জার্মান Banke অথবা ইটালীয় Banco শব্দ হতে সৃষ্টি হয়েছে।

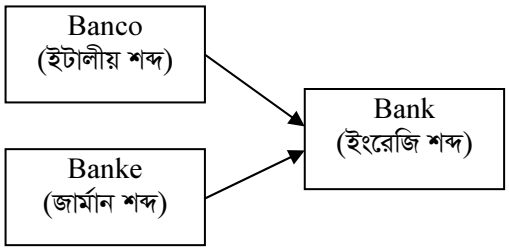

ব্যাংকের সংজ্ঞা

সাধারণভাবে ব্যাংক বলতে এমন একটি আর্থিক প্রতিষ্ঠানকে বুঝায় যার কাজ হলো এক পক্ষের কাছ থেকে আমানত হিসাবে অর্থ জমা রাখা এবং অন্য পক্ষকে ঋণ দেওয়া বা বিনিয়োগ করা। ব্যাপক অর্থে বলতে গেলে ব্যাংক হলো এমন একটি আর্থিক মধ্যস্থ ব্যবসা প্রতিষ্ঠান (Financial Intermediary) যা আমানত গ্রহণ করা, ঋণ দেওয়া, ঋণ ও অর্থ সৃষ্টি করা সহ বিভিন্ন ধরনের আর্থিক কাজ সম্পন্ন করে থাকে।
বিভিন্ন ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠান বিভিন্নভাবে ব্যাংক এর সংজ্ঞা দিয়েছেন। নিচে এমন কিছু গুরুত্বপূর্ণ সংজ্ঞা দেওয়া হল।

> Prof. Cairncross এর মতে ব্যাংক একটি আর্থিক মধ্যস্থ কারবারী প্রতিষ্ঠান, ধার ও ঋণের ব্যবসায়ী (A bank is a financial intermediary, a dealer in loans and debts)
>
> Prof. Chambers এর মতে ব্যাংক একটি কার্যালয় বা প্রতিষ্ঠান যার কাজ হল অর্থ গ্রহণ ও রক্ষণ, ঋণদান এবং বিনিময় কার্যাদি (A bank is an office or institution for the keeping, lending & exchanging etc. of money).
>
> অর্থনীতিবিদ কোলবর্ন এর মতে ব্যাংক হল এমন কতকগুলো প্রতিষ্ঠান যা অর্থের নিরাপদ সংরক্ষণ, ঋণমঞ্জুর এবং ঋণ হস্ড়ান্ড়রের কাজে নিয়োজিত থাকে (Banks are a variety of firms for the safe keeping of money and for the granting and transfer of credit).
>
> ১৯৪৯ সালে ভারতীয় ব্যাংক ব্যবসায় সংক্রান্ড় আইন অনুসারে ব্যাংক হল এমন একটি প্রতিষ্ঠান যা ঋণ দেওয়া বা বিনিয়োগ করার উদ্দেশ্যে জনগণের কাছ থেকে আমানত হিসাবে অর্থ গ্রহণ করে, যে অর্থ দাবী করা মাত্র বা অন্যভাবে ফেরত দিতে হয় এবং যা চেক, ড্রাফ্ট্ বা অন্যভাবে উঠিয়ে নেওয়ার ব্যবস্থা থাকে।

উপরের সংজ্ঞাগুলো বিশ্লেষণ করলে বুঝা যায় যে, ব্যাংক এমন একটি আর্থিক ব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠান যা বিভিন্ন হিসেবের (Bank Account) মাধ্যমে আমানত হিসাবে কম সুদে অর্থ সংগ্রহ করে এবং ঐ অর্থ বেশি সুদে অন্যপক্ষকে ঋণ দিয়ে মধ্যবর্তী মূনাফা আয় করে।

ব্যাংকিং এর সংজ্ঞা

সাধারণভাবে বলতে গেলে ব্যাংকের অর্থ সংক্রান্ড় যাবতীয় কাজকে সামগ্রিকভাবে ব্যাংকিং বলে। অর্থাৎ বিভিন্ন ধরনের ব্যাংক একাউন্টে যেমন ঃ চলতি, সঞ্চয়ী ও মেয়াদী একাউন্টে অর্থ গ্রহণ করা, চেক গ্রহণ করা, দাবী পরিশোধ করা, ঋণ দেওয়া, বিলবাট্টা করা, গ্রাহকদের অর্থ একস্থান থেকে অন্যস্থানে স্থানান্তরে সাহায্য করা এই সকল কাজই সমষ্টিগতভাবে ব্যাংকিং। এককথায় বলতে গেলে ব্যাংক যে কাজ করে তাই ব্যাংকিং। নিচে ব্যাংকিং এর কিছু সংজ্ঞা দেওয়া হল।

১৯৪৯ সালের ভারতীয় ব্যাংকিং আইনের ৫(১) ধারা অনুযায়ী ব্যাংকিং বলতে ঋণ মঞ্জুর বা অর্থ বিনিয়োগ করা, জনগণের অর্থ আমানত হিসাবে সংগ্রহ করা এবং চাহিবা মাত্র বা অন্য কোন অবস্থায় তা উত্তোলণের সুযোগ প্রদান করা (Banking means the accepting, for the purpose of lending or investment of deposits or money from the public, re-payable on demand or otherwise, and withdrawable by cheque, draft, order or otherwise)।

Oxford English Dictionary অনুসারে ব্যাংকিং হল একজন ব্যাংকারের ব্যবসায় এবং ব্যাংক ব্যবসায় ব্যবস্থাপনা (Banking is the business of a banker, the keeping or management of a bank)।

সবশেষে বলা যায় আমানত গ্রহণ, ঋণ দেওয়া, চেক পরিশোধ করা, বিলবাট্টা করা, অর্থ স্থানান্তর করা, ঋণ ও বিনিময়ের মাধ্যম সৃষ্টি করা, মক্কেলের মূল্যবান দ্রব্য ও দলিল সংরক্ষণ করা, মক্কেলের বিলের স্বীকৃতি দেওয়া, আমানত হিসাবে প্রাপ্ত অর্থ বিনিয়োগ করা সহ ব্যাংকের যাবতীয় কাজকে একসাথে ব্যাংকিং বলা হয়।

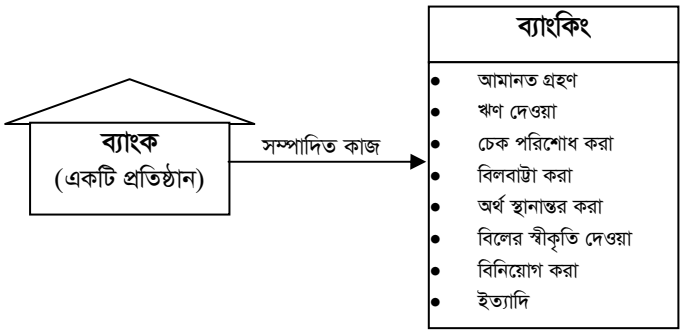

ব্যাংকের বৈশিষ্ট্য

ব্যাংক একটি ব্যবসায় প্রতিষ্ঠান যা অর্থের ব্যবসা করে। ব্যাংকের input এবং output উভয়ই হল অর্থ। তাই অন্যান্য ব্যবসায়ের বৈশিষ্ট্য ব্যাংক ব্যবসায়ে উপস্থিত থাকলেও এর কিছু বিশেষ বৈশিষ্ট্য আছে যা ব্যাংকে অন্য ব্যবসা থেকে আলাদা করে। নিচে এসকল সাধারণ ও বিশেষ বৈশিষ্ট্য আলোচনা করা হলো:

১) **মালিকানা:** ব্যাংকিং প্রতিষ্ঠান এক মালিকানা, অংশীদারী বা যৌথ মুলধনী কোম্পানী হতে পারে। এছাড়াও ব্যাংক সরকারী বা বেসরকারী মালিকানাধীন হতে পারে। বাংলাদেশে সরকারী- বেসরকারী উভয় ধরনের ব্যাংকই আছে এবং বেসরকারী সকল ব্যাংক লিমিটেড কোম্পানী হিসাবে প্রতিষ্ঠিত।

২) **কৃত্রিম সত্তা:** যৌথমুলধনী কোম্পানী হিসেবে কোন ব্যাংক প্রতিষ্ঠিত হলে তা একটি কৃত্রিম আইনগত সত্তা লাভ করে। অর্থাৎ এরকম ব্যাংকের মালিকপক্ষ ও ব্যাংক দুটি পৃথক সত্তা হিসেবে স্বীকৃতি পায়। অন্যদিকে একমালিকানা বা অংশীদারী ব্যবসায় হিসেবে ব্যাংক প্রতিষ্ঠিত হলে তা দেশের প্রচলিত ব্যাংক আইন দ্বারা অনুমোদিত হতে হয়।

৩) **আর্থিক স্বচ্ছলতা:** যথেষ্ট আর্থিক স্বচ্ছলতা ছাড়া অন্য কোন ব্যবসায় পরিচালনা করা গেলেও ব্যাংক ব্যবসায় পরিচালনা করা যায় না। কারণ ব্যাংকের ব্যবসায় হলো অর্থের ব্যবসায়।

৪) **নিরাপত্তা:** ব্যাংক জনগণ বা প্রতিষ্ঠানের অর্থ আমানত হিসাবে গ্রহণ করে ও সংরক্ষণ করে তাই আমানতকারীদের অর্থের যথাযথ নিরাপত্তা দিতে না পারলে তা জনগণের আস্থা হারায়। তাই ব্যাংক এমন স্থানে অবস্থিত হতে হবে এবং এমনভাবে পরিচালিত হতে হবে যাতে করে আমানতকারীদের আমানত ও ব্যাংকের নিজস্ব সম্পদের যথাযথ নিরপত্তা প্রদান করা যায়।

৫) **বিশ্বস্ততা:** জনগণের আস্থা ও বিশ্বাস অর্জন করতে না পারলে ব্যাংকের আমানতের পরিমাণ কমতে থাকে। আর আমানতের পরিমাণের উপরে ব্যাংকের স্বচ্ছলতা নির্ভর করে। তাই সৎ ও বিশ্বস্ত না হলে ব্যাংকের উপরে মানুষের আস্থা থাকে না এবং ব্যাংক সফলতা অর্জন করতে পারে না।

৬) **আমানত গ্রহণ ও ফেরত দান:** ব্যাংক বিভিন্ন হিসাবে (Account) যেমন সঞ্চয়ী, চলতি ও মেয়াদী হিসাবে আমানত গ্রহণ করে এবং আমানতকারীদের দাবী অনুযায়ী তা যথানিয়মে পরিশোধ করে। সাধারণভাবে এটিই ব্যাংকের অন্যতম মূল কাজ। তবে কিছু বিশেষায়িত ব্যাংকের ক্ষেত্রে আমানত গ্রহণ ও ফেরতদান প্রধান কাজ হিসেবে গণ্য করা হয় না।

৭) **ঋণ প্রদান:** শুধু আমানত গ্রহণ নয়, আমানত হিসাবে পাওয়া অর্থ অন্য পক্ষকে ঋণ হিসেবে দেওয়াও ব্যাংকের অন্যতম প্রধান কাজ। এজন্য ব্যাংকে ধার ও ঋণের ব্যবসায়ী বলা হয়।

৮) **মুলধন গঠন:** জনগণ বা প্রতিষ্ঠানের কাছ থেকে ব্যাংক যে আমানত গ্রহণ করে তার সবটুকু ঋণ হিসাবে বিতরণ না করে এর একটি অংশ ব্যাংক লাভজনক খাতে বিনিয়োগ করে। এ প্রক্রিয়ায় ব্যাংক ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র আমানত একত্রিত করে একটি বড় অংকের মুলধন তৈরি করে। বিশ্বের সকল দেশেই মুলধন বাজারের অন্যতম সদস্য হিসেবে ব্যাংকগুলো মুলধন গঠনের গুরুত্বপূর্ণ ভুমিকা পালন করে।

৯) **সেবা প্রদান:** আর্থিক লেনদেন ছাড়াও ব্যাংক বিভিন্ন জনকল্যাণকর ও প্রতিনিধিত্বমূলক কাজের মাধ্যমে মক্কেলদের সেবা প্রদান করে থাকে। যেমন:

- প্রত্যয়ন পত্র ইস্যু করা।
- ক্রেডিট বা ডেবিট কার্ড ইস্যু করা।
- মক্কেলের পক্ষে চেক ড্রাফ্ট বা যেকোন দাবি আদায়।
- মক্কেলের পক্ষে সিকিউরিটিজ, বন্ড বা সার্টিফিকেট ক্রয়।
- মক্কেলের আয়কর রিটার্ণ তৈরি, দাখিল ও জমাদান সংক্রান্ড় কাজ।
- ব্যবসা বাণিজ্য ও বিনিয়োগ পরিবেশ সম্পর্কে মক্কেলদের পরামর্শ দান।
- মক্কেলের আর্থিক স্বচ্ছলতা সম্পর্কে প্রত্যয়ন পত্র দেওয়া।
- বৈদেশিক বাণিজ্যের ক্ষেত্রে মক্কেলের পরিচয়পত্র ইস্যু করা, ইত্যাদি।

১০) **গোপনীয়তা রক্ষা:** ব্যাংকের অন্যতম প্রধান বৈশিষ্ট্য হলো মক্কেলের যাবতীয় তথ্যের সর্বোচ্চ গোপনীয়তা রক্ষা করা। বিশ্বজুড়ে ব্যাংক সর্বোচ্চ গোপনীয়তা রক্ষার প্রতীক হিসেবে বিবেচিত হয়। অবশ্য সরকার বা অন্য যথাযথ কর্তৃপক্ষ বিশেষ ক্ষেত্রে ব্যাংক হতে মক্কেলের আর্থিক তথ্য পাবার অধিকার রাখে। গোপনীয়তা রক্ষার দিক থেকে সুইস ব্যাংকের সুনাম বিশ্বজোড়া। কারণ এ ব্যাংকটি কোন অবস্থাতেই গ্রাহকের গোপনীয়তা ভঙ্গ করে না।

ব্যাংকের কার্যাবলী

সম্মানিত মক্কেলদের আমানত গ্রহণ করা, ঋণ দেওয়া ও বিনিয়োগ করাই সাধারণভাবে ব্যাংকের মূল কাজ হলেও বর্তমান যুগে ব্যাংকের কাজের পরিধি আরও অনেক বেশি। অর্থ সংক্রান্ত এসব কাজ ছাড়াও ব্যাংক জনকল্যাণমূলক ও প্রতিনিধিত্বমূলক অনেক কাজ করে থাকে। আবার বাণিজ্যিক ব্যাংক, কেন্দ্রীয় ব্যাংক অথবা বিশেষায়িত ব্যাংক ভেদে কার্যক্রম বিভিন্ন ধরনের হয়ে থাকে। যাহোক সাধারণভাবে কোন আধুনিক ব্যাংক যেসব কাজ করে থাকে তা নিচে আলোচনা করা হলোঃ

১) **আমানত গ্রহণ:** ব্যাংকের অন্যতম প্রধান কাজ হল আমানত হিসেবে জনগণ বা প্রতিষ্ঠানের অর্থ গ্রহণ করা। এর বিপরীতে ব্যাংকগুলো আমানতকারীদের সুদ বা লাভ দিয়ে থাকে। এভাবে ব্যাংক জনগণের মধ্যে সঞ্চয়ী মনোভাব সৃষ্টি করে এবং বিনিয়োগের জন্য মূলধনের সৃষ্টি করে।

২) **আমানতকারীদের দাবি পরিশোধ:** আমানতকারীরা ব্যাংকে যে অর্থ জমা রাখে আমানতকারী চাইলে তা ফেরত দেওয়াও ব্যাংকের অন্যতম প্রধান কাজ। চলতি ও সঞ্চয়ী হিসাবের ক্ষেত্রে আমানতকারী চাওয়া মাত্র ব্যাংক তা ফেরত দিতে বাধ্য থাকে। তবে মেয়াদী হিসাবের ক্ষেত্রে আমানতকারী একটি পূর্ব নির্ধারিত মেয়াদ পূর্ণ হওয়ার আগেই আমানতের অর্থ ফেরত চাইলে ব্যাংক ঐ আমানতের উপরে নির্ধারিত সুদ দেয় না।

৩) **নোট প্রচলন:** প্রতিটি দেশের কেন্দ্রীয় ব্যাংকের কাজ হলো নোট ও মুদ্রার প্রচলন করা। যেমন আমাদের দেশে বাংলাদেশ ব্যাংক নোট ও মুদ্রা প্রচলন করে থাকে। আর বাণিজ্যিক ব্যাংকগুলোর কাজ হলো কেন্দ্রীয় ব্যাংকের ইস্যু করা নোট ও মুদ্রার প্রচার ও প্রসারে সহযোগিতা করা। অবশ্য মধ্যযুগের শেষদিকে সরকার অনুমোদিত বাণিজ্যিক ব্যাংকগুলোও মুদ্রা প্রচলন করতে পারতো।

৪) **বিনিময়ের মাধ্যম সৃষ্টি:** বর্তমান বিশ্বে শুধুমাত্র অর্থই বিনিময়ের একমাত্র মাধ্যম নয়, বরং অন্যান্য মাধ্যম যেমন- চেক, ব্যাংক ড্রাফ্ট, পে-অর্ডার ইত্যাদি বিনিময়ের মাধ্যম হিসাবে বেশি গ্রহণযোগ্য। বাণিজ্যিক ব্যাংকগুলো বিনিময়ের এই সব মাধ্যম সৃষ্টি করে দেনা-পাওনার নিস্পত্তি ও আর্থিক লেনদেনে সহযোগিতা করে থাকে।

৫) **ঋণ দান:** ব্যাংক আমানত হিসাবে বা অন্য যে কোন উৎস থেকে কম সুদে যে অর্থ সংগ্রহ করে তা ব্যবসায়ী, শিল্পপতি বা অন্য কোন পক্ষকে অপেক্ষাকৃত বেশি সুদে ঋণ হিসাবে দিয়ে থাকে। তাই যথার্থ খাতে ঋণ দেওয়া এবং যথাসময়ে সুদসহ ঐ ঋণের অর্থ আদায় করা ব্যাংকের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ কাজ।

৬) **বিনিময় বিলের বাট্টাকরণ:** ব্যবসায়ীরা বাকিতে মাল বিক্রয় করলে ক্রেতার কাছ থেকে একটি বিনিময় বিল পায় যেখানে ক্রেতা একটা নির্দিষ্ট ভবিষ্যৎ সময়ে ঐ মালের দাম পরিষোধ করবে মর্মে প্রতিশ্রুতি দেয়। কিন্তু ব্যবসায়ীদের জরুরী কারণে যদি বিনিময় বিলের মেয়াদ পূর্ণ হবার আগেই অর্থের প্রয়োজন হয় তবে ব্যাংক ঐ সব বিনিময় বিল অপেক্ষাকৃত কম দামে কিনে নেয় যাকে বিলের বাট্টাকরণ বলে। পরে বিলের মেয়াদ পূর্ণ হলে ব্যাংক আদিষ্টের কাছ থেকে বিলের পুরো অর্থ আদায় করে নেয়।

৭) **ঋণ নিয়ন্ত্রণ:** কেন্দ্রীয় ব্যাংকের কাজ হলো দেশের মুদ্রা বাজারের নিয়ন্ত্রণ করা। দেশে মোট প্রচলিত মুদ্রার পরিমাণ বেড়ে গেলে তা মুদ্রাস্ফীতি ঘটায়। তাই বাণিজ্যিক ব্যাংকগুলো বেশি পরিমাণে ঋণ বিতরণ করলে দেশের মুদ্রা বাজারে বিরূপ প্রভাব পড়ে। ঋণের পরিমাণ নিয়ন্ত্রণ করতে কেন্দ্রীয় ব্যাংক বাণিজ্যিক ব্যাংকগুলোর জন্য উচ্চ ব্যাংক রেট নির্ধারণ করে এবং ফলস্বরূপ বাণিজ্যিক ব্যাংকগুলোও ঋণ দেওয়ার ক্ষেত্রে সুদের হার বাড়িয়ে দেয়। ফলে মুদ্রা বাজারে ঋণের চাহিদা কমে যায়। এভাবে কেন্দ্রীয় ব্যাংক ঋণ নিয়ন্ত্রণ করে থাকে। বাণিজ্যিক ব্যাংকের দায়িত্ব হলো ঋণ নিয়ন্ত্রনের ক্ষেত্রে কেন্দ্রীয় ব্যাংককে সর্বোতভাবে সহায়তা করা।

৮) **অর্থ স্থানান্ড্রঃ** ব্যাংকগুলো ব্যবসা-বাণিজ্যের লেনদেন নিস্পত্তিতে সহযোগিতার জন্য দেশে বিদেশে অর্থ স্থানান্তরের ব্যবস্থা করে। এক্ষেত্রে ব্যাংক নিজ ব্যাংকের শাখা বা অন্য কোন ব্যাংকের শাখা অথবা প্রতিনিধিদের মাধ্যমে এই অর্থ এক স্থান থেকে অন্য স্থানে পাঠায়।

৯) **মুলধন গঠন ও বিনিয়োগ:** জনগণের বিক্ষিপ্ত সঞ্চয় আমানত হিসাবে সংগ্রহ করে ব্যাংকগুলো বড় ধরনের মুলধন গঠন করে এবং তা বিনিয়োগের মাধ্যমে দেশের শিল্প ও অর্থনৈতিক প্রগতিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।

১০) **মূল্যবান সম্পদের রক্ষণাবেক্ষণ:** ব্যাংকগুলো জনগণের নগদ অর্থের নিরাপত্তা দেওয়া ছাড়াও তাদের মূল্যবান সম্পদ যেমন অলংকার, জমি ও অন্যান্য সম্পত্তির দলিলপত্র, শেয়ার, সিকিউরিটিজ ইত্যাদি নিরাপদে সংরক্ষণ করে। এজন্য মক্কেলদের ব্যাংকের ভল্ট ভাড়া করতে হয়।

১১) **তহবিল সংরক্ষণ:** ব্যাংক সরকারী, স্বায়ত্বশাসিত বা বেসরকারী প্রতিষ্ঠানের তহবিল নিরাপদ সংরক্ষণের দায়িত্ব পালন করে। এসব প্রতিষ্ঠান ব্যাংকের মাধ্যমে তাদের গ্রাহকের কাছ থেকে পাওনা সংগ্রহ করে এবং ব্যয় পরিশোধ করে। যেমন বাংলাদেশে টিএন্ডটি, ওয়াসা, পিডিবি ইত্যাদি প্রতিষ্ঠানের বিল সংগ্রহের দায়িত্ব পালন করে বাণিজ্যিক ব্যাংক।

১২) **সরকারের অর্থ ব্যবস্থাপনায় সাহায্য করা:** সরকার কেন্দ্রীয় ব্যাংকের মাধ্যমে আর্থিক নীতি প্রণয়ন ও বাস্ড়বায়ন করে। অর্থাৎ কেন্দ্রীয় ব্যাংক সরকারের ব্যাংক হিসাবে কাজ করে। বিশেষ পরিস্থিতিতে বাণিজ্যিক ব্যাংকগুলো কেন্দ্রীয় ব্যাংককে ঋণ দেয়। এছাড়াও বাণিজ্যিক ব্যাংকগুলো সরকারী সঞ্চয়পত্র, সিকিউরিটি, বন্ড প্রভৃতি বিক্রি করে সরকারের পক্ষে জনগণের কাছ থেকে অর্থ আদায় করে ও পাওনা পরিশোধ করে।

১৩) **বৈদেশিক মুদ্রার লেনদেন:** কেন্দ্রীয় ব্যাংক কোন দেশের বৈদেশিক মুদ্রার বিনিময় নিয়ন্ত্রণ করে ও রিজার্ভ সংরক্ষণ করে। বাণিজ্যিক ব্যাংকগুলো সরকারের নীতি অনুসরণ করে এবং কেন্দ্রীয় ব্যাংকের নির্দেশনা অনুযায়ী বিদেশী মুদ্রার লেনদেন করে থাকে।

১৪) **ব্যবসা বাণিজ্যে সহযোগিতা:** বাণিজ্যিক ব্যাংকগুলো আভ্যন্তরীণ ও আন্তর্জাতিক উভয় বাণিজ্যেই ব্যবসায়ীদের সহযোগিতা করে থাকে। একদিকে যেমন মক্কেলের পক্ষে দেনা পাওনা নিস্পত্তি, পে-অর্ডার বা চেকের মাধ্যমে অর্থ হস্তান্তর ইত্যাদি কাজ আভ্যন্তরীণ বাণিজ্যে সহযোগিতা করে, তেমনি বৈদেশিক মুদ্রার বিনিময়, প্রত্যয়ন পত্র ইস্যু, অর্থ সংস্থান, পরামর্শ প্রদান ইত্যাদি কাজ আন্তর্জাতিক বাণিজ্যে সহযোগিতা করে।

সবশেষে বলা যায়, ব্যাংকের কাজ আর আমানত সংগ্রহ ও ঋণ বিতরণের মধ্যে সীমাবদ্ধ নেই, বরং বিশ্বায়নের এই যুগে গ্রাহকদের বহুমুখী চাহিদার সাথে তাল মিলিয়ে ব্যাংকগুলো বিভিন্ন ধরনের ব্যাংকিং সুবিধা দিচ্ছে।

অর্থনৈতিক উন্নয়নে ব্যাংকের ভূমিকা

একটি দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়ন যে কয়টি বিষয়ের উপরে নির্ভরশীল ব্যাংক ব্যবস্থা তাদের মধ্যে অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। পৃথিবীর অনেক দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নই দেশের ব্যাংক ব্যবস্থার উপর ভিত্তি করে গড়ে উঠেছে। ব্যাংক ব্যবস্থা দেশের কৃষি, শিল্প, প্রযুক্তি, বাণিজ্য সকল ক্ষেত্রের উন্নয়নেই প্রভাব বিস্ড়র করে থাকে। আমাদের দেশ মূলত কৃষি নির্ভর হলেও শিল্পায়ন এদেশের উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখছে। কৃষি বা শিল্পের যথাযথ উন্নয়ের জন্য চাই এ সকল ক্ষেত্রে ব্যাপক বিনিয়োগ। বাণিজ্যিক ও বিশেষায়িত ব্যাংকগুলো এ সকল খাতে ব্যাপক বিনিয়োগসহ ব্যবসায়ীদের বিভিন্ন ধরনের পরামর্শ ও সেবা প্রদানের মাধ্যমে অর্থনৈতিক উন্নয়নে ভূমিকা রাখছে। নিচে এরকম কিছু বিশেষ ভূমিকা আলোচনা করা হলোঃ

১) **সঞ্চয় সংগ্রহ, মুলধন গঠন ও বিনিয়োগ:** ব্যাংকগুলো বিভিন্নভাবে জনগণের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সঞ্চয় সংগ্রহ করে বড় ধরনের মুলধন গঠন করে এবং তা কৃষি, শিল্প, প্রযুক্তি ও বাণিজ্যসহ বিভিন্ন খাতে বিনিয়োগের মাধ্যমে দেশের অর্থনীতিকে এগিয়ে নিয়ে যায়। বিশেষায়িত ব্যাংকের পাশাপাশি বাংলাদেশের বাণিজ্যিক ব্যাংকগুলোও এই দায়িত্ব পালন করে থাকে।

২) **ঋণ প্রদান:** ব্যাংকগুলো ক্ষুদ্র, মাঝারী ও বড় ব্যবসায়ীদের স্বল্প মেয়াদী ও দীর্ঘমেয়াদী ঋণ দিয়ে দেশের আভ্যন্ড়রীণ ও বৈদেশিক বাণিজ্যে সহযোগিতা করে।

৩) **বিনিময়ের মাধ্যম সৃষ্টি:** ব্যাংক বিভিন্ন ধরনের বিনিময় মাধ্যম সৃষ্টি করে আর্থিক বিনিময়কে সহজ ও ঝুঁকিমুক্ত করায় খুব সহজেই দেশ থেকে দেশে অল্প সময়ে ব্যবসায়ীক দেনা পাওনা পরিশোধ করা সম্ভব হচ্ছে। যেমন চেক, পে-অর্ডার, ড্রাফ্ট্ ইত্যাদি অর্থের মতোই বিনিময়ের মাধ্যম হিসাবে ব্যবহৃত হচ্ছে।

৪) **ব্যাংকের বিশেষায়ণ:** বাংলাদেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে বিভিন্ন ধরনের বিশেষায়িত ব্যাংক বহুমূখী বিশেষায়িত সেবা দিয়ে থাকে। যেমন কৃষি ব্যাংক কৃষি খাতের উন্নয়নে স্বল্প মেয়াদী ও দীর্ঘ মেয়াদী ঋণ দিয়ে থাকে, বাংলাদেশ শিল্প ব্যাংক সহজ শর্তে শিল্প ঋণ দিয়ে থাকে এবং বাণিজ্যিক ব্যাংকগুলো ব্যবসায়ীদেরকে স্বল্পকালীন বাণিজ্যিক ঋণ দিয়ে থাকে।

৫) **বৈদেশিক বাণিজ্যের সম্প্রসারণ:** বাংলাদেশের আমদানী ও রপ্তানি বাণিজ্যের সম্প্রসারণে বিভিন্ন ব্যাংক নানাবিধ সহযোগিতা প্রদান করে থাকে যেমনঃ আন্তর্জাতিক বাণিজ্যে অর্থ সংস্থান, আন্তর্জাতিক দেনা পাওনা পরিশোধে সহযোগিতা করা, বৈদেশিক মুদ্রার বিনিময় ও বৈদেশিক বাজার বিশ্লেষণে প্রয়োজনীয় তথ্য ও পরামর্শ প্রদান। এক্ষেত্রে EXIM Bank একটি বিশেষায়িত ব্যাংক। এছাড়াও বাণিজ্যিক ব্যাংকগুলোর Foreign Exchange Division এ জাতীয় দায়িত্ব পালন করে থাকে।

৬) **অর্থ স্থানান্ড়রে সহায়তা:** আধুনিক ব্যাংক ব্যবস্থা এক স্থান থেকে অন্য নিরাপদে ও দ্রুত তম সময়ে অর্থ-স্থানান্তরের মাধ্যমে লেনদেন ও ব্যবসা বাণিজ্য সহজতর করেছে।

৭) **কৃষি উন্নয়ন:** ব্যবসায়ীক ভিত্তিতে কৃষি পণ্যের উৎপাদন বৃদ্ধি এবং খাদ্যের স্বয়ংসম্পূর্ণতা অর্জনের লক্ষ্যে ব্যাংক কৃষকদের বিভিন্ন মেয়াদী ঋণ দিয়ে থাকে। এক্ষেত্রে রাজশাহী কৃষি উন্নয়ন ব্যাংক ও বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংক বিশেষায়িত।

৮) **শিল্প উন্নয়ন:** বাংলাদেশের শিল্প খাতে বিনিয়োগ ও ঋণ দানের মাধ্যমে ব্যাংকগুলো অর্থনৈতিক উন্নয়নে উল্লেখযোগ্য অবদান রাখছে। এক্ষেত্রে বাংলাদেশ শিল্প ব্যাংক, বাংলাদেশ শিল্প ঋণ সংস্থা এবং বাংলাদেশ ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প ব্যাংক উল্লেখযোগ্য।

৯) **বেকার সমস্যার সমাধান ও কর্মসংস্থান সৃষ্টি:** ব্যাংক ব্যবস্থা প্রসারের ফলে এবং বিভিন্ন খাতে ব্যাংকের বিনিয়োগ সৃষ্টির মাধ্যমে দেশে ব্যাপকহারে কর্মসংস্থানের সৃষ্টি হয়েছে, যা একটি দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে খুবই গুরুত্বপূর্ণ।

১০) **জীবন যাত্রার মানোন্নয়ন:** ব্যাংক বিনিময় বৃদ্ধির মাধ্যমে মোট দেশজ উৎপাদন বৃদ্ধিতে সহায়তা করে থাকে। যা মানুষের মাথাপিছু আয় বাড়িয়ে দেয় এবং জীবন যাত্রার মান বাড়িয়ে দেয়। এ ছাড়া ভোগ্য পণ্যের জন্য ঋণ সহায়তা দিয়ে ব্যাংক মানুষের জীবন মান উন্নয়নে সহায়তা করে।

সবশেষে বলা যায় বাংলাদেশের মতো উন্নয়নশীল দেশে অর্থনৈতিক উন্নয়নে ব্যাংকগুলো বিশেষ ভূমিকা রাখছে। আশা করা যায় অদূর ভবিষ্যতে বাংলাদেশে ব্যাংক ব্যবসায়ের উন্নতির পাশাপাশি সামগ্রীক অর্থনীতি উন্নয়নের পথে এগিয়ে যাবে।

পাঠ সংক্ষেপ: ১.১

- ইংরেজী Bank শব্দটি জার্মান Banke অথবা ইটালীয় Banco শব্দ হতে সৃষ্টি হয়েছে।
- ব্যাংক হলো এমন একটি আর্থিক মধ্যস্থ ব্যবসা প্রতিষ্ঠান (Financial Intermediary) যা আমানত গ্রহণ করা, ঋণ দেওয়া, ঋণ ও অর্থ সৃষ্টি করা সহ বিভিন্ন ধরনের আর্থিক কাজ সম্পন্ন করে থাকে ।
- ব্যাংকের অর্থ সংক্রান্ত যাবতীয় কাজকে সামগ্রিকভাবে ব্যাংকিং বলে।
- যৌথমুলধনী কোম্পানী হিসেবে কোন ব্যাংক প্রতিষ্ঠিত হলে তা একটি কৃত্রিম আইনগত সত্তা লাভ করে।
- জনগণ বা প্রতিষ্ঠানের কাছ থেকে ব্যাংক যে আমানত গ্রহণ করে তার সবটুকু ঋণ হিসাবে বিতরণ না করে এর একটি অংশ ব্যাংক লাভজনক খাতে বিনিয়োগ করে।
- ব্যাংকের কাজ হলো আমানত গ্রহণ, ঋণ দান, মুলধন গঠন ও বিনিয়োগ, নোট ও মুদ্রার প্রচলন, বিনিময়ের মাধ্যম সৃষ্টি, বিনিময় বিলের বাট্টাকরণ, অর্থ স্থানান্ড়র, মূল্যবান সম্পদের রক্ষণাবেক্ষণ, বৈদেশিক মুদ্রার লেনদেন, সরকারের অর্থ ব্যবস্থাপনায় সাহায্য করা, ইত্যাদি।
- ব্যাংক ব্যবস্থা দেশের কৃষি, শিল্প, প্রযুক্তি, বাণিজ্য সকল ক্ষেত্রের উন্নয়নেই প্রভাব বিস্তার করে থাকে।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন: ১.১

সঠিক উত্তরের পাশে টিক চিহ্ন (√) দিন

১. ইংরেজী ব্যাংক শব্দটি উৎপত্তি হয় কোন শব্দ থেকে?
   ক) ইটালীয় শব্দ Banco খ) জার্মান শব্দ Banke
   গ) উভয় শব্দ থেকে ঘ) কোনটিই নয়

২. সাধারন অর্থে ব্যাংকের মূল কাজ হলো-
   ক) আমানত সংগ্রহ করা খ) ঋণ দেওয়া
   গ) আমানত সংগ্রহ করা ও ঋণ দেওয়া ঘ) আমানত সংগ্রহ ও বিনিয়োগ করা।

৩. ব্যাংকিং বলতে বুঝায়?
   ক) একটি ব্যাংকিং প্রতিষ্ঠান খ)ব্যাংকের আমানত গ্রহণ ও ঋণ দেওয়ার কাজ
   গ) ব্যাংকে কর্মরত কর্মকর্তা কর্মচারী ঘ) ব্যাংকের সম্পাদিত সামগ্রীক কাজ

৪. ব্যাংকের মালিকানার ধরন কেমন হতে পারে?
   ক) এক মালিকানা খ) অংশীদারী
   গ) সবকটি ঘ) যৌথ মুলধনী কোম্পানী

৫. ব্যাংকের তহবিলের মূল উৎস কোনটি?
   ক) কেন্দ্রীয় ব্যাংকর ঋণ খ) সংগৃহীত আমানত
   গ) ব্যাংকের আয় ঘ) কোনটিই নয়

৬. কোনটি ব্যাংকের কাজ নয়?
   ক) মক্কেলের পক্ষে বন্ড, সিকিউরিটিজ ইত্যাদি কেনাবেচা করা খ) মক্কেলের আয়কার রিটার্ণ তৈরী ও দাখিল করা
   গ) মক্কেলের পরিচয়পত্র ইস্যু করা ঘ) মক্কেলের পণ্যদ্রব্য কেনাবেচা করা

৭. কিভাবে ব্যাংক বিনিময়ের মাধ্যম সৃষ্টি করে?
   ক) চেক, ড্রাফ্ট, পে-অর্ডার ইত্যাদি ইস্যু করে। খ) অর্থ স্থানান্তর করে।
   গ) বৈদেশিক মুদ্রা লেনদেন করে। ঘ) বিনিময় বিলের বাট্টা করে।

পাঠ- ২ ব্যাংক ব্যবস্থার ক্রমবিকাশ

উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষে আপনি–

- ব্যাংক ব্যবস্থার ক্রমবিকাশ বর্ণনা করতে পারবেন
- ব্যাংক ব্যবস্থার উন্নয়ন সম্পর্কে বলতে পারবেন
- যুগের ধারাবাহিকতায় কিভাবে ব্যাংক ব্যবস্থা বিকশিত হয়েছে তা বর্ণনা করতে পারবেন
- ভারতীয় উপমহাদেশে ব্যাংক ব্যবস্থার ক্রমবিকাশ ব্যাখ্যা করতে পারবেন

ব্যাংকের উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশ

প্রাচীনকালে মুদ্রার প্রচলন শুরু হলেও ব্যাংক ব্যবস্থার ধারণাটি জন্ম নেয় পরে। প্রথমদিকে একদম মানুষের অর্থের নিরাপত্তার প্রয়োজন হয় এবং আরেক দল মানুষের ঋণ আকারে অর্থের প্রয়োজন হয়। এই দুটি বিপরীতমুখী চাহিদার সমন্বয়ে ব্যাংকিং এর প্রাথমিক ধারণার জন্ম হয় যেখানে মহাজন বা উপাসনালয় পুরোহিতরা একপক্ষ থেকে অর্থ নিয়ে সঞ্চিত রাখত এবং অপরপক্ষকে তা ঋণ আকারে দিত। মহাজনদের এইরকম সুদভিত্তিক অর্থ ব্যবসা আমাদের সমাজে এখনও দেখা যায়। প্রথম দিকে ব্যাংক ব্যবস্থা এতটা সুসংগঠিত না হলেও সভ্যতার ক্রমবিকাশের সাথে সাথে, যুগের ধারাবাহিকতায় ও ব্যবসা বাণিজ্যের উন্নয়নের সাথে সাথে ব্যাংক ব্যবস্থার পূর্ণ বিকাশ ঘটে। তাই ব্যাংক ব্যবস্থার উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশকে এই তিনটি বিষয়ের আলোকে নিচে বর্ণনা করা হলো।

১। সভ্যতার ক্রমবিকাশ ও ব্যাংক ব্যবস্থা

ক) সিন্ধু সভ্যতা (The Indus Civilization): খ্রিস্টপূর্ব ৫০০০ অব্দে সিন্ধু সভ্যতা কালে গ্রীস, রোম ও মিসরে ব্যবসায়ীক লেনদেনের প্রমাণ পাওয়া যায়। প্রত্নতত্ত্ববিদগণ মনে করেন যে সে সময় মুদ্রার প্রচলন ছিল এবং প্রাতিষ্ঠানিক কোন ব্যাংক না থাকলেও অনানুষ্ঠানিক ব্যাংক ব্যবস্থার প্রমাণ পাওয়া যায়, যেখানে আমানত গ্রহণ, ঋণ দেওয়া ও বৈদেশিক বিনিময় ব্যবস্থা গড়ে উঠেছিল।

খ) ব্যাবিলনীয় সভ্যতা (The Babilonian Civilization): খ্রিস্টপূর্ব ২০০০ অব্দে ব্যাবিলনীয় সভ্যতায় উপাসনালয়কে কেন্দ্র করে ব্যাংক ব্যবস্থার সৃষ্টি হয়েছিল। জনগণ তাদের বাড়তি অর্থ সম্পদ প্রয়োজনীয় নিরাপত্তার জন্য উপাসণালয়ের পুরোহিতগণের কাছে জমা রেখে আসত। কারণ, পুরোহিতগণ সমাজের সৎ ও প্রভাবশালী ব্যক্তি হিসাবে প্রতিষ্ঠিত ছিলেন এবং উপাসণালয়গুলো চোর ডাকাতের উপদ্রব মুক্ত ছিল। পুরোহিতগণ জনগণের সঞ্চিত অর্থ থেকে সমাজের অভাবগ্রস্থ মানুষদের সহযোগিতার জন্য ঋণ দিতেন। এসময় জমা রসিদ, চেক বই, নোটস ইত্যাদির প্রচলনও ছিল বলে প্রমাণ পাওয়া যায়।

গ) বৈদিক যুগ (The Vedic Civilization): হিন্দু ধর্মগ্রন্থ, বেদ ও মনুতে খ্রিস্টপূর্ব ২০০০ অব্দ থেকে ১০০০ অব্দ পর্যন্ড় সময়কালে ভারতীয় উপমহাদেশে ব্যাংক ব্যবস্থার প্রচলন থাকার প্রমাণ পাওয়া যায়। এসকল ধর্মগ্রন্থের আমানত গ্রহণ ও ঋণ সম্পর্কে বিভিন্ন ধরনের ধর্মীয় আদেশ নিষেধের উলে- খ রয়েছে।

ঘ) রোমান সভ্যতা (The Roman Civilization): খ্রিস্টপূর্ব ১০০০ অব্দে রোমান সভ্যতাকালে ব্যাংক ব্যবস্থা অনেকটা প্রাতিষ্ঠানিক রূপ লাভ করে। তখনকার ব্যবসায়ীরা অর্থ লেনদেনের কিছু নিয়মকানুন সৃষ্টি করে এবং লেনদেন নিস্পত্তিতে চেক বা ব্যাংক ড্রাফ্ট্ এর মত দলিলের প্রচলন করে। সে সময়ে ঋণ দেওয়ার জন্য আনুষ্ঠানিক ঋণদানকারী ব্যাংক (Lone Bank) প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল বলেও প্রমাণ পাওয়া যায়।

ঙ) চৈনিক সভ্যতা (The Chainese Civilization): খ্রিস্টপূর্ব ৬০০ অব্দে চৈনিক সভ্যতাকালে ব্যবসা বাণিজ্যের ব্যাপক প্রসারের পাশাপাশি ব্যাংক ব্যবস্থাও সুসংগঠিত হয়। সে সময় প্রতিষ্ঠিত 'শান্সী ব্যাংক' কে অনেকেই বিশ্বের প্রথম সংগঠিত ব্যাংক বলে মনে করেন। এই ব্যাংক আমানত সংগ্রহ, ঋণ দান ছাড়াও মুদ্রা প্রচলনের দায়িত্ব পালন করত।

উপরের আলোচনা থেকে বুঝা যায় যে সভ্যতার ক্রমবিকাশের সাথে সাথে অর্থের প্রচলন ও ব্যাংক ব্যবস্থারও উন্নতি ঘটে।

২। ব্যবসা-বাণিজ্যের উন্নয়ন ও ব্যাংক ব্যবস্থা

ব্যবসা বাণিজ্যের প্রয়োজনে অর্থ ও ঋণ ব্যবসায়ের প্রচলন ঘটে। তাই ব্যবসা বাণিজ্যের উন্নয়ের সঙ্গে সঙ্গে ব্যাংক ব্যবস্থারও উন্নয়ন হয়। বিভিন্ন সভ্যতায় জ্ঞান বিজ্ঞানের বিকাশের সাথে সাথে ব্যবসা বাণিজ্যের প্রসার ঘটে। যেমন বণিক সম্প্রদায় ব্যবসার উদ্দেশ্যে এক দেশ থেকে আরেক দেশে গেলে তখন মুদ্রা বিনিময় ব্যবসার সৃষ্টি হয়। ইহুদী ব্যবসায়ীগণ নির্দেশ পত্রের মাধ্যমে এক স্থান থেকে অন্য স্থানে মুদ্রা পাঠাতেন। কালের বিবর্তনে এভাবেই ব্যাংক নোট, প্রত্যয়ন পত্র, চেক ইত্যাদির প্রচলন ঘটে। মধ্যযুগের শেষ দিকে ব্যবসা বাণিজ্য ব্যাপক প্রসার পাওয়ায় কাগজী নোটের প্রচলন ঘটে এবং দেশ বিদেশে শাখা ব্যাংক বা প্রতিনিধি নিয়োগের পদ্ধতি চালু হয়। সুতরাং বুঝা যায় যে, ব্যবসায় প্রসারের সাথে সাথে ব্যবসায়ীক সম্প্রদায়ের প্রয়োজনেই ব্যাংক ব্যবস্থা বিকাশ লাভ করে।

৩। যুগের ধারাবাহিকতায় ব্যাংক ব্যবস্থার বিকাশ

সভ্যতার ক্রমবিকাশ ও ব্যবসা বাণিজ্যের উন্নয়নের সাথে সাথে ব্যাংক ব্যবসায়ের ক্রমবিকাশ ঘটে। এই ক্রমবিকাশকে যুগের ধারাবাহিকতার আলোকে বিশ্লেষণ করলে নিম্নলিখিত চিত্র পাওয়া যায়।

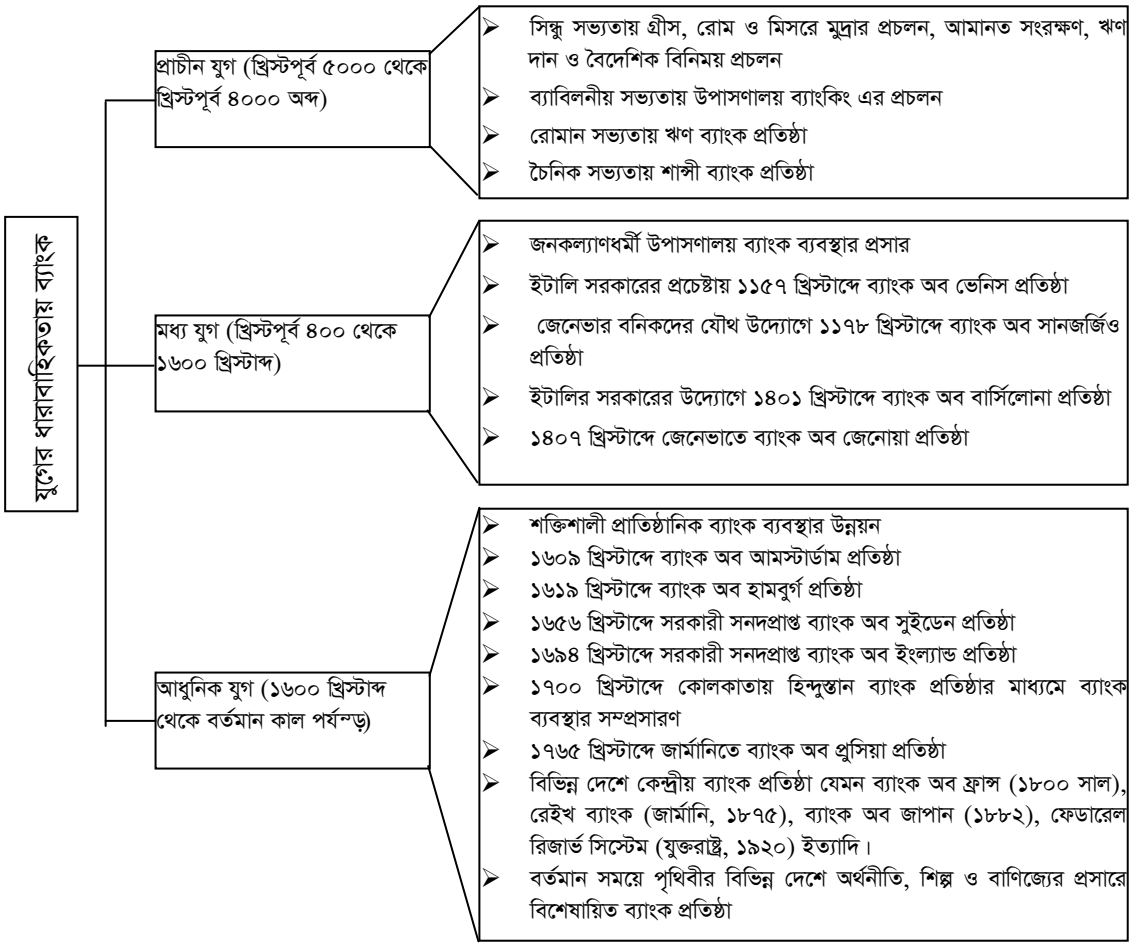

ভারতীয় উপমহাদেশে ব্যাংক ব্যবস্থার ক্রমবিকাশ

ভারতীয় উপমহাদেশে ব্যাংক বাবসায়ের উৎপত্তি প্রাচীনকালে ঘটেছে বলে অনুমান করা হলেও এ বিষয়ে বিস্তারিত ইতিহাস জানা যায় না। যাইহোক এই উপমহাদেশের ব্যাংক ব্যবস্থার উৎপত্তির ইতিহাসকে ৫টি পর্যায়ে আলোচনা করা যেতে পারে। পর্যায়গুলো হলো- প্রাচীনকাল, মোঘল আমল, ব্রিটিশ আমল, পাকিস্তান আমল এবং বাংলাদেশ আমল।

১) প্রাচীনকাল

প্রাচীনকালে ভারতীয় উপমহাদেশে ব্যাংকিং প্রতিষ্ঠানের অস্তিত্বের প্রমাণ পাওয়া না গেলেও অর্থ ও ঋণের প্রচলনের প্রমাণ পাওয়া যায়। প্রায় দুই হাজার বছর পূর্বে অর্থনীতিবীদ কৌটিল্য তার অর্থশাস্ত্র নামক বইয়ে ব্যাংক ব্যবসায় ও সুদ সম্পর্কে আলোচনা করেছেন। প্রাচীনকাল থেকেই এদেশে মাড়োয়ারী, কাবুলিওলা, মুলতানি, জোদ্দার প্রভৃতি বংশের লোকজন অর্থ ও ঋণের ব্যবসার প্রচলন ঘটায়। এ থেকে বুঝা যায় যে, আনুষ্ঠানিক ব্যাংকিং প্রতিষ্ঠান না থাকলেও সুদভিত্তিক ঋণের ব্যবসা এই উপমহাদেশে প্রাচীন, যা পরবর্তীতে আনুষ্ঠানিক ব্যাংক ব্যবস্থার জন্ম দেয়।

২) মোঘল আমল

মোঘল আমলে ব্যবসা বাণিজ্য প্রসার লাভ করার ঢাকা, হুগলী ও মুর্শিদাবাদসহ গুরুত্বপূর্ণ বাণিজ্য কেন্দ্রে অর্থ ব্যবসায়ীদের শাখা প্রতিষ্ঠান গড়ে উঠে। মোঘল শাসকরাও এই সকল ঋণ প্রতিষ্ঠানকে সহযোগিতা করতো। এ সময়ে মোঘল সম্রাটগণ ভূমি, রাজস্ব ও খাজনা মুদ্রায় আদায় করতেন। শুধু তাই না জনগণ মোঘল টাকশালে সোনা-রুপা প্রভৃতি মূল্যবান বস্তু মুদ্রায় রূপান্তরিত করতে পারতো। হুন্ডি ও বিনিময় পত্র তখন থেকেই প্রচলিত ছিল। ১৭০০ সালের শেষ দিকে ভারতীয় উপমহাদেশে ব্রিটিশ বেনিয়াদের উপস্থিতি ঘটে। ১৭২৪ সালে ইষ্ট ইন্ডিয়া কোম্পানীর রেকর্ড পত্র থেকে জানা যায় যে, বাংলা অঞ্চলের রাজস্ব মুর্শিদাবাদে জগৎশেঠ পরিবারের মাধ্যমে হুন্ডি করে দিল্লীতে পাঠানো হতো। অতএব বোঝা যায় যে, মোঘল আমলেই এদেশে গোষ্ঠী মালিকানাধীন ঋণ ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানের জন্ম হয় এবং হুন্ডি ও বিনিময় পত্রের প্রচলন ঘটে।

৩) ব্রিটিশ আমল

ব্রিটিশ আমল শুরু হয় ১৭৫৭ সালে পলাশীর যুদ্ধে নবাব সিরাজউদ্দৌলার পরাজয়ের পর থেকে। ব্রিটিশ শাসনের শুরুর দিকে উপমহাদেশে ব্যাপক গোলযোগের সৃষ্টি হয় এবং ব্যাংক ব্যবসা ক্ষতিগ্রস্থ হয়। ১৭৭৩ সালে রাষ্ট্রীয় কোষাগার মুর্শিদাবাদ থেকে কোলকাতায় স্থানান্তর করে রাষ্ট্রীয় সাধারণ ব্যাংক প্রতিষ্ঠা করা হয় এবং এখানেই প্রাতিষ্ঠানিকভাবে ব্যাংক ব্যবস্থা গড়ে উঠে। ব্রিটিশদের প্রচেষ্টায় ১৭৭০ সালে ভারতীয় উপমহাদেশে সর্বপ্রথম ইউরোপের আদলে দ্যা হিন্দুস্তান ব্যাংক কোলকাতায় প্রতিষ্ঠিত হয়, যদিও তা ১৮৩২ সালে বন্ধও হয়ে যায়। হিন্দুস্তান ব্যাংক প্রতিষ্ঠার পর থেকে সময়ের সাথে সাথে এই উপমহাদেশে আরও অনেক ব্যাংক প্রতিষ্ঠিত হয়। এগুলো নিচের ছকে উল্লেখ করা হলো:

প্রতিষ্ঠাকাল	ব্যাংকের নাম
১৭৮৫	বেঙ্গল ব্যাংক
১৭৮৫	জেনারেল ব্যাংক অব ইন্ডিয়া
১৮০৬	ব্যাংক অব কোলকাতা
১৮৪০	ব্যাংক অব বোম্বে
১৮৪৩	ব্যাংক অব মাদ্রাজ
১৯২০	ইমপেরিয়াল ব্যাংক অব ইন্ডিয়া
১৯৩৫	রিজার্ভ ব্যাংক অব ইন্ডিয়া (কেন্দ্রীয় ব্যাংক)

৪) পাকিস্তান আমল

১৯৪৭ সালের আগষ্ট মাসে ব্রিটিশ শাসনের অবসান ঘটে এবং ভারত ও পাকিস্তান নাম দুটো দেশের জন্ম হয়। পাকিস্তান বিভক্তির পর তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানে ব্যাংক ব্যবসায় সংকটের সম্মুখীন হয় কারণ হিন্দু ব্যাংকারগণ পাকিস্তান থেকে দেশ ত্যাগ করে ভারতে চলে যায়। ১৯৪৮ সালের ১লা জুলাই পাকিস্তানের কেন্দ্রীয় ব্যাংক হিসাবে দি স্টেট ব্যাংক অব পাকিস্তান প্রতিষ্ঠিত হয় যার প্রধান কার্যালয় ছিল পশ্চিম পাকিস্তানের করাচীতে। ১৯৪৯ সালে এই কেন্দ্রীয় ব্যাংকের প্রথম তালিকাভুক্ত ব্যাংক হিসাবে দি ন্যাশনাল ব্যাংক অব পাকিস্তান প্রতিষ্ঠিত হয়। সময়ের সাথে সাথে তালিকাভুক্ত ব্যাংকের সংখ্যা বাড়তে থাকে এবং ১৯৭১ সালে স্বাধীন বাংলাদেশের জন্মের আগ পর্যন্ত এ সংখ্যা ছিল ৩৬। এর মধ্যে দুটি ব্যাংকের প্রধান কার্যালয় ছিল তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানে আর বাকি ৩৪ টিরই প্রধান কার্যালয় ছিল পশ্চিম পাকিস্তানে। সে সময় দেশীয় মালিকানাধীন দুটো ব্যাংকের নাম ছিল ইষ্টার্ণ মার্কেন্টাইল ব্যাংক লিমিটেড ও দি ইষ্টার্ণ ব্যাংকিং করপোরেশন লিমিটেড।

৫) বাংলাদেশ আমল

১৯৭১ সালে বাংলাদেশ স্বাধীন হওয়ার পরে এদেশের ব্যাংক ব্যবসার যাত্রা শুরু হয় ১০৯৪ টি শাখা নিয়ে যার মধ্যে ১৫১টি শাখা ছিল পূর্ব পাকিস্তানের মালিকানাধীন দুইটি ব্যাংকের, ৯৩৯টি শাখা ছিল পশ্চিম পাকিস্তানের মালিকানাধীন ১০টি ব্যাংকের এবং ৪টি শাখা ছিল বিদেশী ব্যাংকের। পাকিস্তান আমলের কেন্দ্রীয় ব্যাংক দি স্টেট ব্যাংক অব পাকিস্তানের এদেশীয় অফিসে স্বাধীন বাংলাদেশের কেন্দ্রীয় ব্যাংক হিসাবে বাংলাদেশ ব্যাংক প্রতিষ্ঠা করা হয়। পরবর্তীতে ১৯৭২ সালে বাংলাদেশ সরকার এক অধ্যাদেশ বলে ব্যাংক ব্যবস্থার উন্নয়নের লক্ষ্যে দুইটি দেশী ও ১০টি পশ্চিম পাকিস্তানী মালিকানাধীন ব্যাংককে জাতীয়করণ করে মোট ৬টি পৃথক সত্তা বিশিষ্ট রাষ্ট্রায়ত্ত্ব ব্যাংকে রুপান্তরিত করে। নিচে ছকের মাধ্যমে এ ব্যাংকগুলোর তালিকা দেওয়া হলো।

পুরোনো নাম	জাতীয়করণের পর নতুন নাম
১. ন্যাশনাল ব্যাংক অব পাকিস্তান ২. প্রিমিয়াম ব্যাংক লিমিটেড ৩. ব্যাংক অব বাহওয়ালপুর লিমিটেড	১. সোনালী ব্যাংক
১. হাবিব ব্যাংক লিমিটেড ২. কমার্স ব্যাংক লিমিটেড	২. অগ্রণী ব্যাংক
১. ইউনাইটেড ব্যাংক লিমিটেড ২. ইউনিয়ন ব্যাংক লিমিটেড	৩. জনতা ব্যাংক
১. মুসলিম কমার্শিয়াল ব্যাংক লিঃ ২. স্ট্যান্ডার্ড ব্যাংক লিঃ ৩. অষ্ট্রেলেশিয়া ব্যাংক লিঃ	৪. রূপালি ব্যাংক
১. দি ইষ্টার্ণ মার্কেন্টাইল ব্যাংক লিঃ	৫. পূবালী ব্যাং
১. দি ইষ্টার্ণ ব্যাংকিং কর্পোরেশন লিঃ	৬. উত্তরা ব্যাংক

৬টি রাষ্ট্রায়ত্ত্ব ব্যাংকের মধ্যে সোনালী, অগ্রণী, রূপালি ও জনতা ব্যাংক এই চারটি পুরোপুরি রাষ্ট্রায়ত্ত্ব খাতেই রয়েছে তবে উত্তরা ও পূবালী ব্যাংককে পাবলিক লিমিটেড কোম্পানীতে রূপান্তরিত করে বেসরকারীকরণ করা হয়েছে। বর্তমানে অনেকগুলো বেসরকারী ও বিদেশী যৌথ মালিকানাধীন ব্যাংক প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। এছাড়াও সম্পূর্ণ বিদেশী মালিকানাধীন ব্যাংকের শাখাও রয়েছে বাংলাদেশে।

পাঠ সংক্ষেপ: ১.২

- খ্রিস্টপূর্ব ৫০০০ অব্দে সিন্ধু সভ্যতাকালে গ্রীস, রোম ও মিসরে অনানুষ্ঠানিক ব্যাংক ব্যবস্থার প্রমাণ পাওয়া যায়, যেখানে আমানত গ্রহণ, ঋণ দেওয়া ও বৈদেশিক বিনিময় ব্যবস্থা গড়ে উঠেছিল।
- খ্রিস্টপূর্ব ২০০০ অব্দে ব্যাবিলনীয় সভ্যতায় উপাসণালয়কে কেন্দ্র করে ব্যাংক ব্যবস্থার সৃষ্টি হয়েছিল।
- *বৈদিক যুগে* খ্রিস্টপূর্ব ২০০০ অব্দ থেকে ১০০০ অব্দ পর্যন্ত সময়কালে ভারতীয় উপমহাদেশে ব্যাংক ব্যবস্থার প্রচলন থাকার প্রমাণ পাওয়া যায়।
- খ্রিস্টপূর্ব ১০০০ অব্দে রোমান সভ্যতাকালে ব্যাংক ব্যবস্থা অনেকটা প্রাতিষ্ঠানিক রূপ লাভ করে।
- খ্রিস্টপূর্ব ৬০০ অব্দে চৈনিক সভ্যতাকালে ব্যাংক ব্যবস্থা সুসংগঠিত হয়। সে সময় প্রতিষ্ঠিত 'শাঙ্গী ব্যাংক' বিশ্বের প্রথম সংগঠিত ব্যাংক ।
- মধ্যযুগের শেষ দিকে কাগজী নোটের প্রচলন ঘটে এবং দেশ বিদেশে শাখা ব্যাংক বা প্রতিনিধি নিয়োগের পদ্ধতি চালু হয়।
- ব্রিটিশদের প্রচেষ্টায় ১৭৭০ সালে ভারতীয় উপমহাদেশে সর্বপ্রথম ইউরোপের আদলে দ্যা হিন্দুস্তান ব্যাংক কোলকাতায় প্রতিষ্ঠিত হয়।
- ১৯৪৮ সালের ১লা জুলাই পাকিস্তানের কেন্দ্রীয় ব্যাংক হিসাবে দি স্টেট ব্যাংক অব পাকিস্তান প্রতিষ্ঠিত হয় যার প্রধান

কার্যালয় ছিল পশ্চিম পাকিস্তানের করাচীতে।

- ১৯৪৯ সালে দি স্টেট ব্যাংক অব পাকিস্তানের প্রথম তালিকাভুক্ত ব্যাংক হিসাবে দি ন্যাশনাল ব্যাংক অব পাকিস্তান প্রতিষ্ঠিত হয়।
- ১৯৭১ সালে বাংলাদেশ স্বাধীন হওয়ার পরে এদেশের ব্যাংক ব্যবসার যাত্রা শুরু হয় বারোটি দেশী ও চারটি বিদেশী ব্যাংকের মোট ১০৯৪ টি শাখা নিয়ে।
- ১৯৭২ সালে বাংলাদেশ সরকার এক অধ্যাদেশ বলে দুইটি দেশী ও ১০টি পশ্চিম পাকিস্তানী মালিকানাধীন ব্যাংককে জাতীয়করণ করে মোট ৬টি পৃথক সত্তা বিশিষ্ট রাষ্ট্রায়ত্ত্ব ব্যাংকে রুপান্তরিত করে। যথা- সোনালী, অগ্রণী, রূপালি, জনতা, উত্তরা ও পূবালী ব্যাংক।
- বর্তমানে উত্তরা ও পূবালী ব্যাংককে পাবলিক লিমিটেড কোম্পানীতে রূপান্তরিত করে বেসরকারীকরণ করা হয়েছে।

পাঠোত্তর মূল্যায়নঃ ১.২

সঠিক উত্তরের পাশে টিক চিহ্ন (√) দিন

১. উপাসনালয় ভিত্তিক ব্যাংক ব্যবস্থা গড়ে উঠেছিলো কোন সভ্যতায়?
   ক) সিন্ধু সভ্যতায় খ) ব্যবিলনীয় সভ্যতায়
   গ) রোমান সভ্যতায় ঘ) চৈনিক সভ্যতায়

২. কোন সভ্যতায় লেনদেনের নিস্পত্তিতে চেক বা ব্যাংক ড্রাফ্ট্ এর প্রথম প্রচলন হয়?
   ক) ব্যবিলনীয় সভ্যতায় খ) বৈদিক যুগে
   গ) রোমান সভ্যতায় ঘ) চৈনিক সভ্যতায়

৩. কোন ব্যাংককে পৃথিবীর সর্বপ্রথম সংগঠিত ব্যাংক বলে মনে করা হয়?
   ক) শাঙ্গি ব্যাংক খ) ব্যাংক অফ হামবুর্গ
   গ) ব্যাংক অফ সানজর্জিও ঘ) ব্যাংক অফ বার্সিলোনা

৪. শাঙ্গি ব্যাংক প্রতিষ্ঠিত হয় কোন সভ্যতায়?
   ক) সিন্ধু সভ্যতায় খ) চৈনিক সভ্যতায়
   গ) বৈদিক যুগে ঘ) রোমান সভ্যতায়

৫. উত্তরা ব্যাংকের পূর্ব নাম কি ছিল?
   ক) স্ট্যান্ডার্ড ব্যাংক লিঃ খ) দি ইষ্টার্ণ ব্যাংকিং করপোরেশন লিঃ
   গ) প্রিমিয়াম ব্যাংক লিঃ ঘ) কমার্স ব্যাংক লিঃ

৬. ভারতীয় উপমহাদেশে ইউরোপের আদলে প্রতিষ্ঠিত প্রথম ব্যাংকের নাম কি?
   ক) মুসলিম কমার্শিয়াল ব্যাংক লিঃ খ) ইম্পেরিয়াল ব্যাংক অব ইন্ডিয়া
   গ) জেনারেল ব্যাংক অব ইন্ডিয়া ঘ) দি হিন্দুস্থান ব্যাংক

৭. কোলকাতায় দি হিন্দুস্থান ব্যাংক প্রতিষ্ঠিত হয় কত সালে ?
   ক) ১৭৭০ খ) ১৮৭০
   গ) ১৭৮৫ ঘ) ১৮০৬

৮. কোন ব্যাংককে স্বাধীন বাংলাদেশের কেন্দ্রীয় ব্যাংক হিসাবে বাংলাদেশ ব্যাংকে রূপান্তরিত করা হয়?
   ক) ন্যাশনাল ব্যাংক অব পাকিস্তান খ) দি স্টেট ব্যাংক অব পাকিস্তান
   গ) বেঙ্গল ব্যাংক ঘ) মুসলিম কমার্শিয়াল ব্যাংক লিঃ

পাঠ- ৩ ব্যাংকের শ্রেণীবিভাগ

উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষে আপনি–

- ☞ মালিকানার ভিত্তিতে ব্যাংক প্রকারভেদ করতে পারবেন
- ☞ কাজের ভিত্তিতে ব্যাংক কত ধরনের হয় তা বর্ণনা করতে পারবেন
- ☞ গঠনপ্রণালীর ভিত্তিতে ব্যাংক কত ধরনের হয় তা লিখতে পারবেন

বিশ্বায়নের এই যুগে জ্ঞান বিজ্ঞানের বিকাশের সাথে সাথে বিশ্বব্যাপী ব্যবসা বাণিজ্যের ব্যাপক প্রসার ঘটেছে। আর ব্যবসা বাণিজ্যের প্রসারের সাথে সাথে ব্যবসায়ীদের ব্যাংকিং সেবার চাহিদাও হয়েছে বহুমুখী। এই বহুমুখী চাহিদা মেটাতে ব্যাংকগুলো নিত্যনতুন সেবা দিয়ে আসছে। বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রের উপর বিশেষায়িত ব্যাংকের সংখ্যাও বাড়ছে। এ সমস্ড় ব্যাংকগুলোর মালিকানা, গঠনপ্রণালী ও কাজের ধরনও আলাদা। নিচে এই তিন দৃষ্টিভঙ্গি থেকে ব্যাংককে তিনটি শ্রেণীতে ভাগ করে দেখানো হলো।

মালিকানার ভিত্তিতে ব্যাংকের শ্রেণীবিভাগ

অর্থনৈতিক ব্যবস্থার সাথে মিল রেখে বিশ্বে বিভিন্ন দেশে বিভিন্ন মালিকানায় ব্যাংক গঠিত হয়েছে। নিচে মালিকানার ভিত্তিতে ব্যাংকের ৪টি শ্রেণীবিভাগ আলোচনা করা হলো।

১। সরকারী ব্যাংক

যে ব্যাংক কোন একটি দেশের সরকারী মালিকানায় পরিচালিত, সংগঠিত ও নিয়ন্ত্রিত হয় তাকে ঐ দেশের সরকারী ব্যাংক বলে। সরকারী ব্যাংক সরকারের নিজ উদ্দ্যোগে প্রতিষ্ঠিত হতে পারে অথবা অন্য কোনভাবে প্রতিষ্ঠিত ব্যাংক জাতীয়করণের মাধ্যমে সরকারী মালিকানায় আনা হতে পারে। আমাদের দেশে কৃষি ব্যাংক, সোনালী ব্যাংক, অগ্রণী ব্যাংক, জনতা ব্যাংক ইত্যাদি সরকারী ব্যাংকের উদাহরণ।

২। বেসরকারী ব্যাংক

যে ব্যাংক কোন ব্যক্তি বা বেসরকারী প্রতিষ্ঠানের উদ্দ্যোগে ও মালিকানায় গঠিত, পরিচালিত ও নিয়ন্ত্রিত হয় তাকে বেসরকারী ব্যাংক বলে। বেসরকারী ব্যাংকগুলো কেন্দ্রীয় ব্যাংকের তালিকাভুক্তির মাধ্যমে সরকারের পরোক্ষ নিয়ন্ত্রণে পরিচালিত হয়। বাংলাদেশে ন্যাশনাল ব্যাংক লিঃ, এবি ব্যাংক লিঃ, ইসলামী ব্যাংক লিঃ, দি সিটি ব্যাংক লিঃ ইত্যাদি এ জাতীয় ব্যাংক।

৩। যৌথ মালিকানাধীন ব্যাংক

যে ব্যাংক সরকারী ও বেসরকারী যৌথ উদ্দ্যোগে ও মালিকানায় গঠিত, পরিচালিত ও নিয়ন্ত্রিত হয় তাকে সরকারী ও বেসরকারী যৌথ মালিকানাধীন ব্যাংক বলে। সাধারণত এসকল ব্যাংকের মোট শেয়ারের ন্যূনতম শতকরা ৫১ ভাগ শেয়ার সরকারী মালিকানায় থাকে। যার কারণে ব্যাংক পরিচালনায় সরকারের নিয়ন্ত্রণ বেশি থাকে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের কেন্দ্রীয় ব্যাংক 'ফেডারেল রিজার্ভ সিস্টেম' এমন ব্যাংকের উদাহরণ।

৪। স্বায়ত্তশাসিত ব্যাংক

যে ব্যাংক সরকারের বিশেষ আইন বলে ও সংবিধানের বিশেষ অধ্যাদেশের মাধ্যমে গঠিত হয় এবং স্বাধীনভাবে সরকারের প্রত্যক্ষ হস্ড়ক্ষেপ ছাড়াই নিয়ন্ত্রিত হয় তাকে স্বায়ত্তশাসিত ব্যাংক বলে। আমাদের দেশে বাংলাদেশ ব্যাংক, বাংলাদেশ শিল্প ব্যাংক, রাজশাহী কৃষি উন্নয়ন ব্যাংক ইত্যাদি স্বায়ত্তশাসিত ব্যাংক।

কাজের ভিত্তিতে ব্যাংকের শ্রেণীবিভাগ

সাধারণ অর্থে ব্যাংক বলতে আমরা বাণিজ্যিক ব্যাংকেই বুঝে থাকি যার প্রধান কাজ হলো আমানত নেয়া ও ঋণ দেওয়া। কিন্তু বহুমুখী ব্যবসায়ীক প্রয়োজনে ব্যাংকগুলো কেবল আমানত নেয়া ও ঋণ দেওয়া ছাড়াও বিভিন্ন ধরনের বিশেষায়িত কাজ করে থাকে। ব্যাংকের এই বিভিন্ন ধরনের কাজের ভিত্তিতে শ্রেণীবিভাগ নিচে আলোচনা করা হলো।

১। কেন্দ্রীয় ব্যাংক

যে ব্যাংক সরকারী মালিকানায় ও নিয়ন্ত্রণ থেকে সরকারের ব্যাংক হিসাবে দেশের আর্থিক নীতি বাস্তবায়ন, মুদ্রা বাজারের নিয়ন্ত্রণ ও পরিচালনার দায়িত্ব পালন করে তাকে কেন্দ্রীয় ব্যাংক বলে। কেন্দ্রীয় ব্যাংককে অন্যান্য ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানের ব্যাংকার বলা হয়। কারণ দেশের প্রতিটি ব্যাংকই কেন্দ্রীয় ব্যাংক দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়। বাংলাদেশের কেন্দ্রীয় ব্যাংকের নাম বাংলাদেশ ব্যাংক যা ১৯৭২ সালে প্রতিষ্ঠিত হয়।

২। বাণিজ্যিক ব্যাংক

যে ব্যাংক মুনাফা অর্জনের লক্ষ্যে অল্প সুদে জনগণের অর্থ আমানত হিসাবে সংগ্রহ করে এবং বেশি সুদে ঐ অর্থ অন্য কোন ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানকে ঋণ দেয় তাকে বাণিজ্যিক ব্যাংক বলে। শুধুমাত্র আমানত গ্রহণ ও ঋণ দেওয়া ছাড়াও বাণিজ্যিক ব্যাংকগুলো মক্কেলের পক্ষে অর্থ আদায় ও পরিশোধ করে, অর্থ এক স্থান থেকে অন্য স্থানে স্থানান্তর ও বিলবাট্টা করে। বাণিজ্যিক ব্যাংক কেন্দ্রীয় ব্যাংকের তালিকাভুক্ত হতে পারে অথবা নাও হতে পারে। বাংলাদেশের সোনালী ব্যাংক, অগ্রণী ব্যাংক, প্রাইম ব্যাংক ইত্যাদি এ জাতীয় ব্যাংক।

৩। সমবায় ব্যাংক

যে ব্যাংক সমবায় আইনের আওতায় গঠিত ও পরিচালিত হয় এবং সদস্যদের বিক্ষিপ্ত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সঞ্চয় আমানত হিসাবে গ্রহণ করে মুলধন গঠন করে এবং সমিতির সদস্যদের অর্থনৈতিক কল্যাণে অল্প সুদে তাদের ঋণ দেয় তাকে সমবায় ব্যাংক বলে। সমবায় ব্যাংক বাণিজ্যিক ব্যাংকের মত মুনাফা অর্জনের লক্ষ্য নিয়ে পরিচালিত হয় না, বরং সদস্যদের আর্থিক কল্যাণের উদ্দেশ্যে পরিচালিত হয়। ছোট ছোট সমবায় প্রতিষ্ঠান মিলে এরকম একটি সমবায় ব্যাংক প্রতিষ্ঠা করতে পারে তবে সমবায় ব্যাংকগুলো সাধারণত কেন্দ্রীয় ব্যাংকের তালিকাভুক্ত হয় না। কুমিল্লা কো-অপারেটিভ ব্যাংক লিঃ এদেশের একটি সমবায় ব্যাংক।

৪। কৃষি ব্যাংক

যে ব্যাংক দেশের কৃষি খাতের উন্নয়নের লক্ষ্য নিয়ে যে বিশেষায়িত ব্যাংক গঠিত ও পরিচালিত হয় তাকে কৃষি ব্যাংক বলে। কৃষি ব্যাংকের কাজ হলো কৃষকদের কৃষি যন্ত্রপাতি, সার, কীটনাশক, বীজ ইত্যাদি কেনার জন্য কৃষকদের অর্থায়ণ করা। বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংক ও রাজশাহী কৃষি উন্নয়ন ব্যাংক বাংলাদেশের বিশেষায়িত কৃষি ব্যাংক।

৫। শিল্প ব্যাংক

শিল্প খাতের উন্নয়নের লক্ষ্য নিয়ে যে ব্যাংক গঠিত ও পরিচালিত হয় তাকে শিল্প ব্যাংক বলে। শিল্প ব্যাংকের মূল কাজ হলো শিল্প উদ্দোক্তাদের দীর্ঘমেয়াদী ঋণ দেওয়া, পরামর্শ দেওয়া ও ক্ষেত্রবিশেষে প্রতিনিধিত্বমূলক কাজ সম্পাদন করা। এছাড়াও শেয়ার ও ঋণপত্র বিক্রয়ে শিল্প ব্যাংক সহযোগিতা প্রদান করে থাকে।

৬। বিনিময় ব্যাংক

যে ব্যাংক বৈদেশিক বাণিজ্যে অর্থ সংস্থান, বৈদেশিক বিনিময় ও লেনদেন নিস্পত্তিতে সহযোগিতা করার উদ্দেশ্যে প্রতিষ্ঠিত হয় তাকে বিনিময় ব্যাংক বলে। এসকল ব্যাংক আমদানী ও রপ্তানি প্রতিষ্ঠানগুলোকে বৈদেশিক বাণিজ্যের জন্য ঋণ দেয়, তাদের জন্য প্রত্যয়ন পত্র ইস্যু করে ও বৈদেশিক মূদ্রার বিনিময় হার নির্ধারণ করে আমদানী রপ্তানির দেনা পাওনা পরিশোধে সহায়তা করে। আমাদের দেশে কোন বিশেষায়িত বিনিময় ব্যাংক নেই, তবে বাণিজ্যিক ব্যাংকের বৈদেশিক বিনিময় শাখা এ ধরনের সেবা দিয়ে থাকে।

৭। বিনিয়োগ ব্যাংক

দেশের শিল্প ও বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠানগুলোকে দীর্ঘ মেয়াদী মুলধন সরবরাহ করার জন্য যে বিশেষায়িত ব্যাংক প্রতিষ্ঠিত হয় তাকে বিনিয়োগ ব্যাংক বলে। এ ধরনের ব্যাংকের আরেকটি কাজ হলো নতুন কোন শিল্প প্রতিষ্ঠান গড়ে উঠার প্রাথমিক পর্যায়ে ব্যাংক নিজেই ঐ কোম্পানীর শেয়ার কিনে প্রারম্ভিব মুলধন সরবরাহ করে। এরপর প্রতিষ্ঠান গড়ে উঠলে ব্যাংক ঐ সকল শেয়ার লাভে বিক্রয় করে। বাংলাদেশে ইনভেষ্টমেন্ট কর্পোরেশন অব বাংলাদেশ (ICB) বিনিয়োগ ব্যাংকের উদাহরণ।

৮। মার্চেন্ট ব্যাংক

বিনিময় ব্যাংকিং ও বিনিয়োগ ব্যাংকিং সুবিধার সমন্বয়ে ব্যবসা বাণিজ্যে সহায়তা দানকারী বিশেষায়িত ব্যাংককে মার্চেন্ট ব্যাংক বলে। এসকল ব্যাংক মক্কেলের পক্ষে বিদেশ হতে নগদে অথবা কিস্তিতে পণ্য কিনে আমদানীকারকদের সরবরাহ করে। এছাড়াও দীর্ঘ মেয়াদী ঋণ দেওয়া মক্কেলের সাথে যৌথ উদ্যোগে বিনিয়োগ করা ও কোম্পানীর শেয়ার / ঋণপত্র ইত্যাদি বিক্রির দায়িত্ব নেওয়াও মার্চেন্ট ব্যাংকের কাজ।

৯। সঞ্চয়ী ব্যাংক

যে ব্যাংক জনগণের কাছ থেকে বিক্ষিপ্ত ছোট ছোট সঞ্চয়গুলোকে আমানত হিসাবে সংগ্রহ করে মুলধন গঠন করা এবং উৎপাদনমূখী খাতে বিনিয়োগ করার উদ্দেশ্য নিয়ে গঠিত হয় তাকে সঞ্চয়ী ব্যাংক বলে। সঞ্চয়ী ব্যাংক জনগণকে সঞ্চয়ে উদ্বুদ্ধ করার জন্য বিভিন্ন ধরনের প্রচেষ্টা চালায় যেমনঃ জনগণ খুব অল্প টাকা জমা দিয়েই হিসাব খুলতে পারে এবং সঞ্চয় বাড়ানোর লক্ষ্যে অর্থ উত্তোলনের উপরে কিছুটা বিধিনিষেধ আরোপ করে। আমাদের দেশে ডাকঘর সঞ্চয় ব্যাংক এমন ব্যাংকের উদাহরণ।

১০। আমদানী ও রপ্তানি ব্যাংক

এটাও বিনিময় ব্যাংকের মতো বৈদেশিক বাণিজ্যে ব্যাবসায়ীদের প্রয়োজনীয় অর্থ সহায়তা করে এবং মক্কেলের পক্ষে প্রত্যয়ন পত্র ইস্যু করে, বৈদেশিক বিনিময় বিলের স্বীকৃতি দেয় এবং লেনদেন নিস্পত্তি করে। এছাড়াও আমদানী করা মালামাল সংরক্ষণের জন্য ব্যাংক গুদাম ভাড়া দেয়। বাংলাদেশে EXIM Bank এ ধরনের একটি ব্যাংক।

১১। ভোক্তা ব্যাংক

ভোক্তা সাধারণের প্রয়োজনীয় সামগ্রী যেমন টিভি, ফ্রিজ, এয়ারকুলার ইত্যাদি কিনতে ঋণ দেওয়ার জন্য যে বিশেষায়িত ব্যাংক প্রতিষ্ঠিত হয় থাকে তাকে ভোক্তা ব্যাংক বলে। এ ধরনের ব্যাংক জনসাধারণের সুবিধার্থে ক্রেডিট কার্ড ইস্যু করে ফলে খুব সহজেই জনসাধারণ নগদ টাকা লেনদেনের ঝামেলা ছাড়াই ব্যাংক ঋণের মাধ্যমে পণ্য সামগ্রী কিনতে পারে। আমাদের দেশে এ ধরনের কোন বিশেষায়িত ব্যাংক না থাকলেও বাণিজ্যিক ব্যাংকগুলো অল্প পরিসরে এ ধরনের সুবিধা দিয়ে থাকে। তবে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে ভোক্তা ব্যাংক বেশি প্রচলিত।

১২। পরিবহন ব্যাংক

দেশের পরিবহন খাতে আর্থিক সুবিধা ও তথ্য পরামর্শ দেওয়ার উদ্দেশ্যে যে বিশেষায়িত ব্যাংক প্রতিষ্ঠিত হয় তাকে পরিবহন ব্যাংক বলে। এ ধরনের ব্যাংক যানবাহন তৈরী, ক্রয়, আমদানী, মেরামত অথবা খুচরা যন্ত্রপাতি কেনার জন্য বিভিন্ন মেয়াদী ঋণ দিয়ে থাকে। আমাদের দেশে এখনও কোন পরিবহন ব্যাংক প্রতিষ্ঠিত না হলেও বাণিজ্যিক ব্যাংকগুলোই এধরনের সেবা দিয়ে থাকে।

১৩। ক্ষুদ্র ও কুটিরশিল্প ব্যাংক

দেশের ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্পকে অর্থনৈতিকভাবে সহযোগিতা ও প্রয়োজনীয় পরামর্শ দেওয়ার জন্য যে বিশেষায়িত ব্যাংক প্রতিষ্ঠিত হয় তাকে ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প ব্যাংক বলে। এ ধরনের ব্যাংক ছোট ছোট বিনিয়োগ প্রকল্প তৈরী করা, মূল্যায়ন করা এবং তা বাস্ড় বায়নে মেয়াদী ঋণ দিয়ে থাকে। এক কথায় দেশের ছোট ছোট শিল্প কারখানাগুলোর উন্নয়নের উদ্দেশ্য নিয়েই এজাতীয় ব্যাংক প্রতিষ্ঠা করা হয়। আমাদের দেশে BASIC Bank এ ধরনের একটি ব্যাংক।

১৪। বন্ধকী ব্যাংক

যে ব্যাংক জমি অথবা স্থাবর/অস্থাবর সম্পত্তি বন্ধক রেখে ঋণ গ্রহীতাকে ঋণ দিয়ে থাকে তাকে বন্ধকী ব্যাংক বলে। স্থাবর সম্পত্তি বন্ধক রেখে সাধারণত দীর্ঘ মেয়াদী এবং অস্থাবর সম্পত্তি বন্ধক রেখে সাধারণত মধ্যম বা স্বল্প মেয়াদী ঋণ মঞ্জুর করা হয়।

১৫। মিশ্র ব্যাংক

আমানত ব্যাংকিং ও বিনিয়োগ ব্যাংকিং সুবিধার সমন্বয়ে যে ব্যাংক গঠিত হয় তাকে মিশ্র ব্যাংক বলে। এ জাতীয় ব্যাংক একদিকে যেমন জনগণের অর্থ আমানত হিসাবে সংগ্রহ করে অন্যদিকে তেমনি বিভিন্ন মেয়াদে ঋণ মঞ্জুর করে ও শেয়ার/ঋণপত্র

বিক্রি করতে সহযোগিতা করে। জাপান, জার্মানি সহ উন্নত দেশগুলোতে এ জাতীয় ব্যাংকের যথেষ্ট অবদান লক্ষ্য করা যায়। আমাদের দেশে কৃষি ব্যাংক মিশ্র ব্যাংকের একটি উদাহরণ।

১৬। গ্রামীণ ব্যাংক

এই ব্যাংক নোবেল বিজয়ী বাংলাদেশের অর্থনীতিবীদ ডঃ মুহাম্মদ ইউনুসের উদ্ভাবিত এক বিশেষ ধরনের ব্যাংক যা, সাধারণ ব্যাংকিং সুবিধা বঞ্চিত গ্রামের দুস্থ মহিলাদের অর্থনৈতিক উন্নয়নে সহযোগিতার জন্য স্বল্প মেয়াদী ক্ষুদ্র ঋণ দিয়ে থাকে। এসকল ব্যাংক গ্রাম পর্যায়ে মহিলা সগস্যদের নিয়ে একটি গ্রুপ তৈরী করে এবং গ্রুপের সদস্যরা সাপ্তাহিক সঞ্চয় ব্যাংকে জমা করে। জমার পরিমাণ একটি নির্দিষ্ট অংকে পৌঁছলে নির্ধারিত কিছু ক্ষুদ্র প্রকল্পের ঋণ দেওয়া হয়। এই ব্যাংকের একটি মৌলিক বৈশিষ্ট্য হলো কোন বৈষয়িক জামানত ছাড়াই ঋণ মঞ্জুর করা হয়।

১৭। অনানুষ্ঠানিক ব্যাংক

যে ব্যাংক জনগণের কাছ থেকে আমানত সংগ্রহ না করে নিজস্ব তহবিল থেকে বেশি সুদে ঋণের ব্যবসা করে তাকে অনানুষ্ঠানিক ব্যাংক বলে। মূলত এ জাতীয় ব্যাংক কোন আনুষ্ঠানিক ব্যাংক নয়, বরং মহাজন বা বেনিয়া শ্রেণী এ ধরনের ঋণ সুবিধা দিয়ে থাকে। আধুনিক ব্যাংক ব্যবস্থার পূর্বে দেশে দেশে এ জাতীয় ঋণ ব্যবসার প্রচলন ছিল। বর্তমানে বাংলাদেশের গ্রামাঞ্চলে এ ধরনের সুদ বিত্তিক ঋণ ব্যবসা এখনও দেখা যায়। বাংলাদেশে কর্মরত এনজিওগুলোকেও ক্ষেত্র বিশেষে অনানুষ্ঠানিক ব্যাংক বলা যেতে পারে।

১৮। আঞ্চলিক ব্যাংক

কোন একটি দেশের নয়, বরং কয়েকটি দেশের সমন্বয়ে একটি নির্দিষ্ট অঞ্চলের অর্থনৈতিক উন্নয়নের লক্ষ্যে যে ব্যাংক প্রতিষ্ঠিত হয় তাকে আঞ্চলিক ব্যাংক বলে। এ জাতীয় ব্যাংক তার অঞ্চলভুক্ত দেশগুলোর বিভিন্নধরনের উন্নয়নমুখী প্রকল্পে অর্থের যোগান দিয়ে থাকে। এশিয়ান উন্নয়ন ব্যাংক এ ধরনের ব্যাংকের একটি উদাহরণ।

১৯। গোষ্ঠী উন্নয়ন ব্যাংক

যে ব্যাংক কোন সমাজ, গোষ্ঠী বা সম্প্রদায়ের অর্থনৈতিক উন্নয়নের লক্ষ্যে গঠিত হয় তাকে গোষ্ঠী উন্নয়ন ব্যাংক বলে। ইসলামিক উন্নয়ন ব্যাংক এ ব্যাংকের উদাহরণ।

২০। আন্তর্জাতিক ব্যাংক

জাতিসংঘ বা অন্য কোনো আঞ্চলিক সংস্থা কর্তৃক আন্তর্জাতিকভাবে সদস্য দেশগুলোর অর্থনৈতিক উন্নয়নের লক্ষ্যে যে ব্যাংক প্রতিষ্ঠিত হয় তাকে আন্তর্জাতিক ব্যাংক বলে। বিশ্বব্যাংক এ ধরনের একটি ব্যাংক।

গঠনপ্রণালীর ভিত্তিতে ব্যাংকের শ্রেণীবিভাগ

গঠপ্রণালীর ভিত্তিতে ব্যাংক কে পাঁচ ভাগে ভাগ করা যায় যা নিচে আলোচনা করা হলো।

১। একক ব্যাংক

যে ব্যাংক কেবল মাত্র একটি অফিসের মাধ্যমে যাবতীয় ব্যাংকিং কার্যক্রম পরিচালনা করে তাকে একক ব্যাংক বলে। এ ধরনের ব্যাংকের কোথাও কোন শাখা থাকে না। বাংলাদেশে এখন পর্যন্ত কোন একক ব্যাংক প্রতিষ্ঠিত হয়নি, তবে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের অধিকাংশ ব্যাংকই একক ব্যাংক।

২। শাখা ব্যাংক

যে ব্যাংক একটি কেন্দ্রীয় কার্যালয়ের অধীনে দেশ বিদেশের বিভিন্ন স্থানে একই নামে অনেকগুলো শাখা প্রতিষ্ঠা করে ব্যাংকিং কার্যক্রম পরিচালনা করে তাকে শাখা ব্যাংক বলে। বাংলাদেশের ব্যাংক ব্যবস্থা সামগ্রিকভাবে শাখা ব্যাংক ব্যবস্থার আওতাধীন।

৩। চেইন ব্যাংক

যে ব্যাংক ব্যবস্থায় একাধিক ব্যাংক তাদের নিজস্ব মুলধন, কর্মচারী ও স্বাধীন সত্তা বজায় রেখে পারস্পরিক সমঝোতা ও সহযোগিতার ভিত্তিতে ব্যাংকিং কার্যক্রম পরিচালনা করে তাকে চেইন ব্যাংক বলে। চেইন ব্যাংকের মূল উদ্দেশ্য হলো এক জাতীয় ব্যাংকগুলোর মধ্যে পারস্পরিক প্রতিযোগিতা এড়িয়ে চলা। সাধারণত চেইন ব্যাংকের আওতাধীন ব্যাংকগুলোর পরিচালনা বোর্ডে মালিকাণাগত কারণে একই ব্যক্তি বা পরিবারের অংশগ্রহণ দেখা যায়। ফলে এমনিতেই ব্যাংকগুলোর মধ্যে সহযোগিতার মনোভাব তৈরী হয়। চেইন ব্যাংক পরিচালনার জন্য অংশগ্রহণকারী সকল সদস্য ব্যাংকের পরিচালনা পর্যদের সমন্বয়ে একটি নিয়ন্ত্রক বোর্ড গঠন করা হয়। তবে এই নিয়ন্ত্রক বোর্ড সদস্য ব্যাংকগুলোকে কোন বিশেষ আইন বা নির্দেশ চাপিয়ে দিতে পারে না, কেবল পরামর্শ দিতে পারে।

৪। গ্রুপ ব্যাংক

যখন কোন একটি আর্থিক প্রতিষ্ঠান নিজেই কতকগুলো ছোট ছোট ব্যাংক গঠন করে অথবা একাধিক ব্যাংকের অধিকাংশ শেয়ার কিনে নিয়ে তাদের উপর নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা করে তখন তাকে গ্রুপ ব্যাংকিং বলে। এক্ষেত্রে নিয়ন্ত্রণকারী ঐ আর্থিক প্রতিষ্ঠানকে হোল্ডিং কোম্পানি এবং সদস্য ছোট ব্যাংকগুলোকে সাবসিডিয়ারী কোম্পানী বলে। অর্থাৎ হোল্ডিং কোম্পানী ও সাবসিডিয়ারী কোম্পানীর সমন্বয়ে গ্রুপ ব্যাংক প্রতিষ্ঠিত হয়।

৫। মিশ্র ব্যাংক

যে ব্যাংকিং ব্যবস্থায় আমানত ব্যাংকিং ও বিনিয়োগ ব্যাংকিং উভয় সুবিধা একই সংগে দেওয়া হয তাকে মিশ্র ব্যাংক বলে। অর্থাৎ একই সাথে এই ব্যাংক জনগণের আমানত গ্রহণ করে আবার লাভজনক খাতে বিনিয়োগ সহ দীর্ঘমেয়াদী ঋণ মঞ্জুর করে। বর্তমানে বাংলাদেশের ব্যাংকিং কার্যক্রমে মিশ্র ব্যাংকিং দ্রুত প্রসার লাভ করছে।

পাঠ সংক্ষেপ: ১.৩

- মালিকানার ভিত্তিতে ব্যাংককে ৪টি ভাগে ভাগ করা যায়। যথা- সরকারী, বেসরকারী, সরকারী ও বেসরকারী যৌথ মালিকানাধীন এবং স্বায়ত্তশাসিত ব্যাংক ।
- দেশের সরকারী মালিকানায় পরিচালিত, সংগঠিত ও নিয়ন্ত্রিত ব্যাংককে সরকারী ব্যাংক বলে।
- কোন ব্যক্তি বা বেসরকারী প্রতিষ্ঠানের উদ্দ্যোগে ও মালিকানায় গঠিত, পরিচালিত ও নিয়ন্ত্রিত ব্যাংককে বেসরকারী ব্যাংক বলে।
- যে ব্যাংক সরকারী ও বেসরকারী যৌথ উদ্দ্যোগে ও মালিকানায় গঠিত, পরিচালিত ও নিয়ন্ত্রিত হয়, তাকে সরকারী ও বেসরকারী যৌথ মালিকানাধীন ব্যাংক বলে।
- যে ব্যাংক সরকারের বিশেষ আইন বলে ও সংবিধানের বিশেষ অধ্যাদেশের মাধ্যমে গঠিত হয় এবং স্বাধীনভাবে সরকারের প্রত্যক্ষ হস্ড়ক্ষেপ ছাড়াই নিয়ন্ত্রিত হয় তাকে স্বায়ত্তশাসিত ব্যাংক বলে।
- কাজের ভিত্তিতে ব্যাংক বিভিন্ন ধরনের হতে পারে, যথা- কেন্দ্রীয় ব্যাংক, বাণিজ্যিক ব্যাংক, সমবায় ব্যাংক, কৃষি ব্যাংক. শিল্প ব্যাংক, বিনিময় ব্যাংক, বিনিয়োগ ব্যাংক, মার্চেন্ট ব্যাংক, সঞ্চয়ী ব্যাংক, আমদানী ও রপ্তানি ব্যাংক, ভোক্তা ব্যাংক, পরিবহন ব্যাংক, ক্ষুদ্র ও কুটিরশিল্প ব্যাংক, বন্ধকী ব্যাংক, মিশ্র ব্যাংক. গ্রামীণ ব্যাংক, অনানুষ্ঠানিক ব্যাংক, আঞ্চলিক ব্যাংক, গোষ্ঠী উন্নয়ন ব্যাংক, আন্তর্জাতিক ব্যাংক, ইত্যাদি।
- যে ব্যাংক সরকারী মালিকানায় ও নিয়ন্ত্রণ থেকে সরকারের ব্যাংক হিসাবে দেশের আর্থিক নীতি বাস্তবায়ন, মুদ্রা বাজারের নিয়ন্ত্রন ও পরিচালনার দায়িত্ব পালন করে তাকে কেন্দ্রীয় ব্যাংক বলে।
- যে ব্যাংক মুনাফা অর্জণের লক্ষ্যে অল্প সুদে জনগণের অর্থ আমানত হিসাবে সংগ্রহ করে এবং বেশি সুদে ঐ অর্থ অন্য কোন ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানকে ঋণ দেয় তাকে বাণিজ্যিক ব্যাংক বলে।
- যে ব্যাংক সমবায় আইনের আওতায় গঠিত ও পরিচালিত হয় এবং সদস্যদের বিক্ষিপ্ত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সঞ্চয় আমানত হিসাবে গ্রহণ করে মুলধন গঠন করে এবং সমিতির সদস্যদের অর্থনৈতিক কল্যাণে অল্প সুদে তাদের ঋণ দেয় তাকে সমবায় ব্যাংক বলে।

- যে ব্যাংক দেশের কৃষি খাতের উন্নয়নের লক্ষ্য নিয়ে যে বিশেষায়িত ব্যাংক গঠিত ও পরিচালিত হয় তাকে কৃষি ব্যাংক বলে।
- শিল্প খাতের উন্নয়নের লক্ষ্য নিয়ে যে ব্যাংক গঠিত ও পরিচালিত হয় তাকে শিল্প ব্যাংক বলে।
- যে ব্যাংক বৈদেশিক বাণিজ্যে অর্থ সংস্থান, বৈদেশিক বিনিময় ও লেনদেন নিস্পত্তিতে সহযোগিতা করার উদ্দেশ্যে প্রতিষ্ঠিত হয় তাকে বিনিময় ব্যাংক বলে।
- দেশের শিল্প ও বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠানগুলোকে দীর্ঘ মেয়াদী মুলধন সরবরাহ করার জন্য যে বিশেষায়িত ব্যাংক প্রতিষ্ঠিত হয় তাকে বিনিয়োগ ব্যাংক বলে।
- বিনিময় ব্যাংকিং ও বিনিয়োগ ব্যাংকিং সুবিধার সমন্বয়ে ব্যবসা বাণিজ্যে সহায়তা দানকারী বিশেষায়িত ব্যাংককে মার্চেন্ট ব্যাংক বলে।
- যে ব্যাংক জনগণের কাছ থেকে বিক্ষিপ্ত ছোট ছোট সঞ্চয়গুলোকে আমানত হিসাবে সংগ্রহ করে মুলধন গঠন করা এবং উৎপাদনমুখী খাতে বিনিয়োগ করার উদ্দেশ্য নিয়ে গঠিত হয় তাকে সঞ্চয়ী ব্যাংক বলে।
- যে ব্যাংক বৈদেশিক বাণিজ্যে ব্যাবসায়ীদের প্রয়োজনীয় অর্থ সহায়তা করে এবং মক্কেলের পক্ষে প্রত্যয়ন পত্র ইস্যু করে, বৈদেশিক বিনিময় বিলের স্বীকৃতি দেয় এবং লেনদেন নিস্পত্তি করে তাকে আমদানী ও রপ্তানি ব্যাংক বলে।

- ভোক্তা সাধারণের প্রয়োজনীয় সামগ্রী যেমন টিভি, ফ্রিজ, এয়ারকুলার ইত্যাদি কিনতে ঋণ দেওয়ার জন্য যে বিশেষায়িত ব্যাংক প্রতিষ্ঠিত হয় থাকে তাকে ভোক্তা ব্যাংক বলে।
- দেশের পরিবহন খাতে আর্থিক সুবিধা ও তথ্য পরামর্শ দেওয়ার উদ্দেশ্যে যে বিশেষায়িত ব্যাংক প্রতিষ্ঠিত হয় তাকে পরিবহন ব্যাংক বলে।
- দেশের ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্পকে অর্থনৈতিকভাবে সহযোগিতা ও প্রয়োজনীয় পরামর্শ দেওয়ার জন্য যে বিশেষায়িত ব্যাংক প্রতিষ্ঠিত হয় তাকে ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প ব্যাংক বলে।
- যে ব্যাংক জমি অথবা স্থাবর/অস্থাবর সম্পত্তি বন্ধক রেখে ঋণ গ্রহীতাকে ঋণ দিয়ে থাকে তাকে বন্ধকী ব্যাংক বলে।
- আমানত ব্যাংকিং ও বিনিয়োগ ব্যাংকিং সুবিধার সমন্বয়ে যে ব্যাংক গঠিত হয় তাকে মিশ্র ব্যাংক বলে।
- এই ব্যাংক এক বিশেষ ধরনের ব্যাংক যা, সাধারণ ব্যাংকিং সুবিধা বঞ্চিত গ্রামের দুস্থ মহিলাদের অর্থনৈতিক উন্নয়নে সহযোগিতার জন্য স্বল্প মেয়াদী ক্ষুদ্র ঋণ দিয়ে থাকে।
- যে ব্যাংক জনগণের কাছ থেকে আমানত সংগ্রহ না করে নিজস্ব তহবিল থেকে বেশি সুদে ঋণের ব্যবসা করে তাকে অনানুষ্ঠানিক ব্যাংক বলে।
- কোন একটি দেশের নয়, বরং কয়েকটি দেশের সমন্বয়ে একটি নির্দিষ্ট অঞ্চলের অর্থণেতিক উন্নয়নের লক্ষ্যে যে ব্যাংক প্রতিষ্ঠিত হয় তাকে আঞ্চলিক ব্যাংক বলে।
- যে ব্যাংক কোন সমাজ, গোষ্ঠী বা সম্প্রদায়ের অর্থনৈতিক উন্নয়নের লক্ষ্যে গঠিত হয় তাকে গোষ্ঠী উন্নয়ন ব্যাংক বলে।
- জাতিসংঘ বা অন্য কোনো আঞ্চলিক সংস্থা কর্তৃক আন্তর্জাতিকভাবে সদস্য দেশগুলোর অর্থনৈতিক উন্নয়নের লক্ষ্যে যে ব্যাংক প্রতিষ্ঠিত হয় তাকে আন্তর্জাতিক ব্যাংক বলে।
- গঠপ্রণালীর ভিত্তিতে ব্যাংক কে পাঁচ ভাগে ভাগ করা যায়, যথা- একক ব্যাংক, শাখা ব্যাংক, চেইন ব্যাংক, গ্রুপ ব্যাংক ও মিশ্র ব্যাংক।
- যে ব্যাংক কেবল মাত্র একটি অফিসের মাধ্যমে যাবতীয় ব্যাংকিং কার্যক্রম পরিচালনা করে তাকে একক ব্যাংক বলে।
- যে ব্যাংক একটি কেন্দ্রীয় কার্যালয়ের অধীনে দেশ বিদেশের বিভিন্ন স্থানে একই নামে অনেকগুলো শাখা প্রতিষ্ঠা করে ব্যাংকিং কার্যক্রম পরিচালনা করে তাকে শাখা ব্যাংক বলে।

- যে ব্যাংক ব্যবস্থায় একাধিক ব্যাংক তাদের নিজস্ব মুলধন, কর্মচারী ও স্বাধীন সত্তা বজায় রেখে পারস্পরিক সমঝোতা ও সহযোগিতার ভিত্তিতে ব্যাংকিং কার্যক্রম পরিচালনা করে তাকে চেইন ব্যাংক বলে।
- যখন কোন একটি আর্থিক প্রতিষ্ঠান নিজেই কতকগুলো ছোট ছোট ব্যাংক গঠন করে অথবা একাধিক ব্যাংকের অধিকাংশ শেয়ার কিনে নিয়ে তাদের উপর নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা করে তখন তাকে গ্রুপ ব্যাংকিং বলে।
- যে ব্যাংকিং ব্যবস্থায় আমানত ব্যাংকিং ও বিনিয়োগ ব্যাংকিং উভয় সুবিধা একই সংগে দেওয়া হয তাকে মিশ্র ব্যাংক বলে।

পাঠোত্তর মূল্যায়নঃ ১.৩

সঠিক উত্তরের পাশে টিক চিহ্ন (√) দিন

১. নিচের কোন ব্যাংকটি সরকারী ব্যাংক নয়?
ক) উত্তরা ব্যাংক খ) সোনালী ব্যাংক
গ) অগ্রণী ব্যাংক ঘ) কৃষি ব্যাংক

২. নিচের কোন ব্যাংকটি সায়ত্বশাতি ব্যাংক নয়?
ক) রাজশাহী কৃষি উন্নয়ন ব্যাংক খ) বাংলাদেশ ব্যাংক
গ) বাংলাদেশ শিল্প ব্যাংক ঘ) অগ্রণী ব্যাংক

৩. কোন ব্যাংক দেশের মুদ্রা বাজার নিয়ন্ত্রণ করে?
ক) কেন্দ্রীয় ব্যাংক খ) বাণিজ্যিক ব্যাংক
গ) আমদানী রপ্তানি ব্যাংক ঘ) শিল্প ব্যাংক

৪. সমবায় ব্যাংক প্রতিষ্ঠার মূল উদ্দেশ্য হলো
ক) ঋণ বিতরণ খ) সুদের মাধ্যমে মুনাফা অর্জন
গ) সমিতির সদস্যদের অর্থনৈতিক কল্যাণ ঘ) আমানত সংগ্রহ

৫. বাংলাদেশে অবস্থিত BASIC ব্যাংক কোন ধরনের ব্যাংক?
ক) আমদানী ও রপ্তানি ব্যাংক খ) বিনিয়োগ ব্যাংক
গ) শিল্প ব্যাংক ঘ) ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প ব্যাংক

৬. কোন দুটি ব্যাংকিং এর সমন্বয়ে মিশ্র ব্যাংক এর সৃষ্টি হয়?
ক) আমদানী ও রপ্তানি ব্যাংক খ) আমানত ব্যাংক ও বিনিয়োগ ব্যাংক
গ) বিনিয়োগ ব্যাংক ও বিনিময় ব্যাংক ঘ) বাণিজ্যিক ব্যাংক ও অবাণিজ্যিক ব্যাংক

৭. যে ব্যাংক জনগণের কাছ থেকে আমানত সংগ্রহ না করে নিজস্ব তহবিল থেকে বেশি সুদে ঋণের ব্যবসা করে তাকে বলে
ক) অনানুষ্ঠানিক ব্যাংক খ) মার্চেন্ট ব্যাংক
গ) গ্রামীণ ব্যাংক ঘ) কোনটিই নয়

৮. ইসলামিক উন্নয়ন ব্যাংক (IDB) কোন ধরনের ব্যাংক?
ক) আন্তর্জাতিক ব্যাংক খ) গোষ্ঠী উন্নয়ন ব্যাংক
গ) আঞ্চলিক ব্যাংক ঘ) কোনটিই নয়

৯. জাতিসংঘ বা অন্য কোন আঞ্চলিক সংস্থা কর্তৃক আন্তর্জাতিকভাবে সদস্য দেশগুলোর অর্থনৈতিক উন্নয়নের লক্ষ্যে যে ব্যাংক প্রতিষ্ঠিত হয় তাকে বলে
ক) আঞ্চলিক ব্যাংক খ) গোষ্ঠী উন্নয়ন ব্যাংক
গ) আন্তর্জাতিক ব্যাংক ঘ) কোনটিই নয়

১০. চেইন ব্যাংক ব্যবস্থার ক্ষেত্রে নিচের কোন উক্তিটি সঠিক নয়?

ক) এর মূল উদ্দেশ্য হলো পারস্পারিক প্রতিযোগিতা এড়িয়ে চলা
খ) সদস্য ব্যাংকগুলোকে নিয়ন্ত্রক বোর্ডের আদেশ নির্দেশ অবশ্যই মেনে চলতে হয়
গ) অংশগ্রহণকারী সদস্য ব্যাংকের পরিচালনা পর্যদের সমন্বয়ে একটি নিয়ন্ত্রক বোর্ড গঠন করা হয়
ঘ) সদস্য ব্যাংকগুলোর নিজস্ব মুলধন ও স্বাধীন স্বত্বা বজায় থাকে।

১১. গ্রুপ ব্যাংক গঠিত হয়

ক) একক ব্যাংক ও শাখা ব্যাংকের সমন্বয়ে
খ) আমানত ব্যাংক ও বিনিয়োগ ব্যাংকের সমন্বয়ে
গ) আঞ্চলিক ব্যাংক ও আন্তর্জাতিক ব্যাংকের সমন্বয়ে
ঘ) হোল্ডিং কোম্পানী ও সাবসিডিয়ারি ব্যাংকের সমন্বয়ে

উত্তরমালা

পাঠোত্তর মূল্যায়নঃ ১.১

১. গ ২. গ ৩. ঘ ৪. গ ৫. খ ৬. ঘ ৭. ক

পাঠোত্তর মূল্যায়নঃ ১.২

১. খ ২. গ ৩. ক ৪. খ ৫. ঘ ৬. খ ৭. ঘ ৮. ক ৯. খ

পাঠোত্তর মূল্যায়নঃ ১.৩

১. ক ২. ঘ ৩. ক ৪. গ ৫. ঘ ৬. খ ৭. ক ৮. খ ৯. গ ১০. খ ১১. ঘ

ক) রচনামূলক প্রশ্নাবলী

১. ব্যাংক ও ব্যাংকিং কাকে বলে?
২. ব্যাংকের সাধারণ বৈশিষ্ট্যগুলো কি কি?
৩. আধুনিক ব্যাংকের কার্যাবলী আলোচনা কর।
৪. একটি দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে ব্যাংকের ভূমিকা কি আলোচনা কর।
৫. ব্যাংক ব্যবস্থার উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশ আলোচনা কর।
৬. ভারতীয় উপমহাদেশে ব্যাংক ব্যবস্থার ক্রমবিকাশের ইতিহাস আলোচনা কর।
৭. কাজের ভিত্তিতে ব্যাংকের শ্রেণীবিভাগ আলোচনা কর।

খ) সংক্ষিপ্ত প্রশ্নাবলী

১. ইংরেজী ব্যাংক শব্দের উৎপত্তি কিভাবে হয়?
২. আমানত গ্রহণ ও ঋণ দানই ব্যাংকের প্রধান কাজ সংক্ষেপে আলোচনা কর।
৩. ব্যাংক কিভাবে বিনিময়ের মাধ্যম সৃষ্টি করে?
৪. সভ্যতার ক্রমবিকাশের সাথে সাথে ব্যাংক ব্যবস্থার উন্নতি ঘটে?
৫. মালিকানার ভিত্তিতে ব্যাংক কত ধরনের হতে পারে সংক্ষেপে আলোচনা কর।
৬. গঠনপ্রণালীর ভিত্তিতে ব্যাংকের শ্রেণীবিভাগ আলোচনা কর।